CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 October, 2020 ■ আগরতলা, ৭ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ২০ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় কোন মৃত্যু হয়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে একজনেরও মৃত্যু হয়নি। তাতে, অন্তত কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে ত্রিপুরা সরকার। সাথে ত্রিপুরাবাসীও। এদিকে, ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ২৭৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমণ অন্যান্য রাজ্যের মতোই বেড়ে চলেছে।

এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ২৭, ৩০৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২২,৬০০ জন সুস্থ হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪,৩৮৪ জন।গত ২৪ ঘণ্টায় ২৩৮৪ জনের করোনা-র নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, ২৭৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৯২ জন সুস্থ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিষ্টির মেয়াদ দোকানে হানা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ফ্যাসি গত ২৫ সেপ্টেম্বর একটি নির্দেশ জারি করেছে। সেই নির্দেশে বলা হয়েছে দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য সামগ্রী মিষ্টির ট্রেতে প্রস্তুতির দিনক্ষণ, তার মেয়াদ কত সময় তা ক্রেতাদের দেখার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত মিষ্টির দোকান গুলিতে সাজিয়ে রাখা মিষ্টির ট্রেতে এই ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এই নির্দেশিকা জারির পর মঙ্গলবার তা যথাযথ ভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে অভিযান চালায় সদর মহকুমা প্রশাসন। এদিন সদরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাসের নেতৃত্বে খাদ্য দপ্তরের কর্মীরা এই অভিযান চালায়। শহরের বেশ কয়েকটি মিষ্টির দোকানে এই নির্দেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নমুনা পরীক্ষা কীভাবে বাড়ানো যায়, সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় সম্প্রতি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। ফলে, আক্রান্তের সংখ্যাও কমেছে। তাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে এমনটা ভাবা ভুল হবে। এ-ভাবে মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা ছড়াবে।

আজ মঙ্গলবার কোভিড-১৯ নিয়ে সুয়োমোটো মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এই মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি নমুনা পরীক্ষা কীভাবে বাড়ানো যায়, তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আরও কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা ত্রিপুরা সরকারকে জানাতে বলেছেন। এই মামলায় পরবর্তী শুনানির দিন ১৩ অক্টোবর ধার্য করেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট।

ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চ আদালত সুয়োমোটো মামলা নিয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ওই মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। এর পর ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৮ সেপ্টেম্বর, ৫ অক্টোবর এবং আজ ৬ অক্টোবর ওই মামলার শুনানি হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লির বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের উপরই উচ্চ আদালত বিশেষ জোর দিয়েছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকার ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা উচ্চ আদালতে জানিয়েছে। তার পরও হাইকোর্ট আরও কিছু প্রশ্নের জবাব চেয়েছে। ত্রিপুরা সরকার সেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পর আজ নতুন করে আরও কিছু বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের স্পষ্টীকরণ চেয়েছে উচ্চ আদালত।

আজ প্রধান বিচারপতি ত্রিপুরায় করোনা-র নমুনা পরীক্ষা নিয়ে সওয়াল করেছেন। তার জবাবে অ্যাডভোকেট জেনারেল যুক্তি দিয়ে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন। সম্প্রতি নমুনা পরীক্ষায় নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই আক্রান্তের সংখ্যাও কমেছে। প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি জানতে চেয়েছেন, নমুনা পরীক্ষায় নিম্নমুখী প্রবণতা কেন হয়েছে। কারণ, বিমানবন্দর, রেল স্টেশন এবং চোরাইবাড়ি গেটে প্রত্যাহৃত পরীক্ষা অন্যত্র করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে জানান, ওই সমস্ত স্থানে গড় আক্রান্তের সংখ্যা এক শতাংশে নেমে এসেছে। তাই ত্রিপুরা সরকার সেখানে ১০০ শতাংশ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে। তাছাড়া অন্যত্র সেই পরীক্ষা করার মতো সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। সে-বিষয়ে মুখ্যসচিব গতকাল বৈঠক করেছেন।

প্রধান বিচারপতি বলেন, করোনা-র নমুনা পরীক্ষা কমিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা কমে গেছে এমনটা ভাবা ভুল হবে। তাতে মানুষের কাছে ভুল বার্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে ধর্ষণের পর হত্যা বাইখোরায় খোয়াইয়ে নাবালিকা ধর্ষিতা, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/খোয়াই, ৬ অক্টোবর।। ধর্ষণ ও খুনের অভিযুক্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করে বাইখোড়া থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসী এডিসি ভিলেজের রবিধন পাড়ার বাসিন্দা ধনঞ্জয় ত্রিপুরার সহধর্মীনি থৈয়াক্রো মগ (৩২) এর মৃত দেহ দেখতেপায় এলাকাবাসী। জানাযায় থৈয়াক্রো মগ জ্বালনীরজন্য লাকড়ী সংগ্রহ করতে সকালে বাড়ী থেকে বেরহয়েছে।

কিন্তু রাত্র হবার পর ঘরে না পৌঁছানোতে ধনঞ্জয় ত্রিপুরার পরিবারের লোকজন থৈয়াক্রো মগ কে খোঁজাখুজি শুরু করেদেয়। পরবর্তী সময় ঐ এলাকার গভীর জঙ্গলে লেচু বাগানের মধ্যে থৈয়াক্রো মগ এর মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বাইখোড়া থানার পুলিশ। পরবর্তী সময় মৃতার পরিবারের পক্ষথেকে হত্যা ও ধর্ষনের অভিযোগ এনে বাইখোড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করাহয়। মামলা দায়ের করা কিছুসময়ের মধ্যে অভিযুক্ত আসামী হেরম্ত ত্রিপুরা (২২) কে আটক করলো বাইখোড়া থানার পুলিশ। জানাযায় গত রাত্র আনুমানিক ২ ঘটিকায় অভিযুক্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করাহয়।

হেরম্ত ত্রিপুরার বাড়ী ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বাড়ীর পাশে। জানাযায় অভিযুক্ত হেরম্ত ত্রিপুরা বিগত দিনেও থৈয়াক্রো মগ কে নানানভাবে হেনস্তার চেষ্টা করতো। কিন্তু গতকালকে ধর্ষন করে হত্যাকরে গভীর জঙ্গলে মৃতদেহ রেখে আসে হেরম্ত ত্রিপুরা। এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান মৃতার স্বামী ও বাইখোড়া থানার ওসি রাজীব সাহা। অপরদিকে উত্তর হিচাছড়া পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্ত আসামীর শাস্তি প্রদানেরজন্য বিশেষ আহব্বান জানান। অভিযুক্ত আসামীকেআজ বিলোনীয়া জেলা ও দায়রার আদালতে প্রেরন করাহবে। অপরদিকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়াহবে। জানাযায় মৃত থৈয়াক্রো মগ এর দুই ছেলে ও ছোট একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। যারমধ্যে বড় ছেলে ক্লাস ৬ , ছোট ছেলে ক্লাস ২ তে পাঠরত। অপর দিকে ছোট কন্যা সন্তানটির বয়স এক বছর হবে বলে জানাযায়।

খোয়াই মহাকুমার চম্পাহাওয়ার থানা এলাকা থেকে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দ্রুত দর্শনকারী নাম বাদল সরকার।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে প্রায় এক মাস আগে তাদের নিকট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার দফা দাবীতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তাকে বাম ছাত্র সংগঠনের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। কলেজে ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহ চার দফা দাবিতে শিক্ষাভবনে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইএবং টিএসইউ।

সংগঠনের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন।ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গেছে তাই রাজ্য সম্পাদক অনির্বাণ দেব বলেন রাজ্য সরকার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠন-পাঠন শুরু করার জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা বাস্তবসম্মত নয়। একহাতে ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্য সরকার গ্রহণ না করে অভিভাবকদের কাছ থেকে মুচলেখা আদায় করে বিদ্যালয় পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

রাজ্য সরকারের এই মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেছে ছাত্রসংগঠন এসএফআই এবং টি এস ইউ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এল লাইফ লাইন এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিসেবা উন্নয়নে বিভিন্ন দিকে নজর রাখছে। ইমপেক্ট ইন্ডিয়ার লাইফ লাইন এক্সপ্রেস পৃথিবীর প্রথম হাসপাতাল ট্রেন। ২০৯ তম প্রকল্প শুরু হচ্ছে ধলাই জেলায়। এই হাসপাতাল ট্রেনটি ধলাই জেলার আমবাসা রেল স্টেশনে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য এসে পৌঁছে গেছে। এই পরিষেবা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রচার শুরু হয়েছে। আমবাসা রেল স্টেশনে লাইফ

লাইন এক্সপ্রেস তার চিকিৎসা পরিষেবা শুরু করবে ৮ অক্টোবর থেকে। একমাস ব্যাপী এই লাইফ লাইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অচৈতন্য অবস্থায় ধর্মনগর রেল স্টেশনে যুবক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ধর্মনগর রেল স্টেশন সংলগ্ন রেলগেটের কাছ থেকে এক যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে রেললাইনের মাঝখানে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে ছিল ওই অজ্ঞাত পরিচয় যুবক। একটি মাল পরিবাহী ট্রেন তার উপর দিয়েই চলে যায়। পরবর্তী সময়ে একটি রেল ইঞ্জিন তার উপর দিয়ে যায়। রেল ইঞ্জিনের চালক যুবককে পড়ে থাকতে দেখে কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এবং ধর্মনগর রেল স্টেশনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। খবর পাঠানো হয় দামপাল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা অচৈতন্য অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে অতিরিক্ত নেশাগ্রস্ত হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিমসাগরে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। রাজধানীর লেক চোমুহনী সংলগ্ন ডিম সাগরএলাকা থেকে একটি বাইক চুরি হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ডিম সাগর এলাকার একটি বাড়িতে কাজ করছিল রাজমিস্ত্রি ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিকরা। বাড়ির সামনে একটি পালসার বাইক রেখে কাজ করছিল এক রাজমিস্ত্রি। কাজ শেষ করে ফেরার সময় লক্ষ্য করে তার বাইকটি সেখানে নেই।সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পশ্চিম থানার পুলিশকে জানানো হয়। যে বাড়িতে তারা কাজ করছিল সেই বাড়িতে সিসি ক্যামেরা লাগানো ছিল।সিসি ক্যামেরায় চুরির দৃশ্য ধরা পড়লেও সেটি অস্পষ্ট থাকায় কে এই চুরির ঘটনায় জড়িত তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি। পশ্চিম থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, আলু পেয়াজের দাম হু হু করে বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় বাজারে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য। বিশেষ করে আলু-পেয়াজের দাম হু হু করে বাড়ছে। সদর মহকুমা প্রশাসনের দাবি, উৎসে দাম বৃদ্ধি-তে প্রভাব রাজ্যেও পড়েছে। তবে, নজরদারি প্রতিনিয়ত রাখা হচ্ছে। আপাতত, আলু-পেয়াজ রেশনিং-র মাধ্যমে সরবরাহের কোন পরিকল্পনা নেই।

আজ আগরতলায় বাজারে ভাল মানের পেয়াজ ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। চন্দ্রমুখী আলু ৫০ টাকা এবং জ্যোতি আলু ৪০ টাকা কেজি দরে পাওয়া যাচ্ছে। জনৈক বিক্রেতা বলেন, প্রচুর আলু-পেয়াজ নষ্ট থাকে। গ্রাহক সেই পণ্য কিনতে আগ্রহী নন। ফলে, লোকসান হচ্ছে আমাদের। তিনি বলেন, এখন উৎসে জিনিসের দাম বেড়ে রয়েছে। কারণ, বন্যায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

জনৈক ক্রেতা বলেন,

জিনিসের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে। কিন্তু, সরকার তাতে কোন নিয়ন্ত্রণ করছে না। রেশনিং ব্যবস্থায় আলু-পেয়াজ সরবরাহ সম্ভব হলে মানুষের উপকার হতো, বলেন তিনি।

আজ সদর মহকুমা শাসক বলেন, বিভিন্ন গুনমানের পণ্য বাজারে পাওয়া যায়। ফলে, দামের ফারাক হচ্ছে। তাছাড়া, উৎসে এখন দাম বেড়ে রয়েছে। তিনি বলেন, ধূপগুড়ি-তে বন্যায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তার প্রভাব রাজ্যেও দেখা দিয়েছে। তবে, প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখা হচ্ছে।

রাজ্যের পৃথক জায়গায় অস্বাভাবিক মৃত্যু তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ৬ অক্টোবর।। মেয়ের বিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের জেরে আত্মহত্যা করেছে স্ত্রী। আত্মঘাতী মহিলার নাম পুষ্পা দাস। বাড়ি পূর্ব আড়ালিয়া। ঘটনার বিবরণে জানা যায় পুষ্পা দাস এর মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য আলাপ আলোচনা চলছিল।

বিয়ের দেওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়।এরই জের ধরে স্ত্রী পুষ্পা দাস শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে জানা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাবার পশ্চিম কল আচরণ সহ্য করতে না পেরে অবশেষে ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত অভিমানী পুত্র। আত্মঘাতী একাদশ শ্রেণির ছাত্রের নাম প্রসেনজিৎ দাস। বাবার নাম বিশ্বজিৎ দাস। বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার তুই সিংরাই এর পূর্ব হাওয়াই বাড়ি এলাকায়।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিশ্বজিত দাস ও তার স্ত্রীর মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়াঝাটি হত। বাবা আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়িতে ফিরতে।শুধুমাত্র স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করেই ক্ষান্ত থাকতোনা বিশ্বজিৎ দাস। একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত পুত্রকেও অকথ্য ভাষায় গালমন্দ কর তো।বাবার পশ্চিম কোন আচরণ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত পুত্র প্রসেনজিৎ। পশ্চিম কল পিতাকে বারবার বুঝিয়ে কোন কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে।আত্মীয় পরিজন এবং প্রতিবেশিরা প্রসেনজিতের মৃত্যুর জন্য তার বাবাকে পূর্বভাগে দায়ী করেছেন।

তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার ব্রহ্মচারী এলাকায় রোগ যন্ত্রণা থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাথরাস নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা, সিবিআইকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.)।। উত্তর প্রদেশের হাথরাসে গণ-ধর্ষণ ও নির্যাতিতা তরুণীর মৃত্যু মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এবার হাথরাস নিয়ে সুপ্রিম করতে হলফনামা জমা দিল উত্তর প্রদেশ সরকার। শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়া হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই মামলায় অবাধ ও নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্ট যাতে সিবিআই-কে তদন্তের নির্দেশ দেয়। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে সিবিআই তদন্ত চলুক, এমনটাও চাইছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় উত্তর প্রদেশ সরকার জানিয়েছে, রাজ্য সরকার বদনাম করার জন্য "ভয়ঙ্কর অভিযান" শুরু হয়েছে।

ঠিক কী কারণে রাতারাতি দাহ করা হয়েছিল নির্যাতিতার দেহ, সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিয়ে সেই উত্তরও দিয়েছে উত্তর প্রদেশ সরকার। যোগী আদিত্যনাথ সরকার জানিয়েছে, রাতেই নির্যাতিতার দেহ সৎকারের জন্য তরুণীর বাবা-মা"কে রাজি করেছিল জেলা প্রশাসন। সকালে বড় ধরনের হিংসা

এড়াতেই এমনটা করা হয়েছিল। হলফনামায় আরও জানানো হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, লক্ষ লক্ষ বিক্ষোভকারী জড়ো হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং এই ইস্যুকে জাতি হিংসার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করছে ভারত, ঘুম ছুটেছে চিন-পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি. স.)।। পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের পর থেকে ভারত একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছে। এর বেশিরভাগই সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মাণ করা হয়েছিল।ভারতের এই একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে চিন।অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ভারত শৌর্য ক্ষেপণাস্ত্র, লেজার গাইডেড এন্ড ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল, ব্রাহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল, সুপারসনিক অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলিজ টর্পেডো পরীক্ষা করে প্রতিবেশী শত্রু রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং চিনের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে।

৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে যে কোনো লক্ষ্য বস্তুর ওপর আঘাত হানতে সক্ষম ব্রাহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র।চোখের পলকের নিমিষে ভুলিয়ে দিতে পারে যেকোনো লক্ষ্যবস্তু।পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম শৌর্য ক্ষেপণাস্ত্রও ৮০০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা দেখছে কোন লক্ষ্যবস্তুকে ঘুরিয়ে দিতে পারে।গত ২২ শে সেপ্টেম্বর ডিআরডিও হাই স্পিড এক্সপেন্ডেবল এরিয়েল টার্গেট "অভ্যাস" সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে।অভ্যাস হচ্ছে এক ধরনের ড্রোন প্রযুক্তি লক্ষ্যবস্তুকে চিহ্নিত করে মিসাইল সিস্টেম কে সতর্ক করে দেয়।

পরে মিসাইল সিস্টেম সেই লক্ষ্য বস্তুর ওপর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।ঠিক একইভাবে ২৩ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি পৃথ্বী ২ ক্ষেপণাস্ত্র ওডিশার উপকূলে সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই ভারত পঞ্চম প্রজন্মের জেট যুদ্ধবিমান তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে।পূর্ব লাদাখে মোতায়েন করা হয়েছে সুখোই থার্টি এম কে আই, মিরাজ ২০০০, মিগ ২৯, জাগুয়ার এর মতন যুদ্ধবিমান।চিন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে একই সময় যুদ্ধ করতে সক্ষম ভারত বলে আগেই জানিয়েছিলেন বায়ুসেনা প্রধান।

আইজিএমে চুরি করতে গিয়ে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালে চুরি করতে এসে ধরা পড়লো এক চোর। জানা যায় আইজিএম হাসপাতালে একটি পক্ষ থেকে একটি টিভি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল এক চোর। সকালবেলা টিভিটি নিয়ে সে যখন বের হয়ে যাচ্ছিলো তখন বিষয়টি বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের নজরে আসে।

তখন ঐ বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা তার পিছু ধাওয়া করে। অফিস লেন এলাকায় তাকে আটক করে নিরাপত্তা রক্ষীরা। তার কাছ থেকে টিভি টি উদ্ধার করা হয়েছে। টিভি সহ আটক চোরের নাম কেশব আপলা। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পশ্চিম থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের সতর্কতার কারণেই চোরকে আটক করা সম্ভব হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৬ ▫ ৭ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ২০ আশ্বিন ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

স্বাধীনতার আদর্শ

বিদেশমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর সম্প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন, জোটনিরপেক্ষ নীতির যুগ শেষ হইয়াছে, তবে তাহার মধ্যে যে কূটনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ নিহিত ছিল, নূতন যুগেও তাহা ভারতের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। জোটনিরপেক্ষতার যুগ শেষ হইয়াছে অনেক আগেই। বস্তুত, জোটের ধারণাটি ঠান্ডা লড়াইয়ের সহিত ওতপ্রোত ছিল, সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তাহার উপগ্রহগুলিতে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গেই সেই ধারণারও অবসান ঘটে। কিন্তু বিড়াল চলিয়া গেলেও তাহার হাসি কিছুকাল ভাসিয়া ছিল, তাহার পরে ক্রমে শব্দটি হারাইয়া যায়, জয়শঙ্কর তাহার স্মৃতি ফিরাইয়া আনিলেন। এবং স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ওই নীতি ছিল দুই মহাশক্তির টানাপড়েনে শাসিত দুনিয়ায় একটি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখিবার কূটনীতি। নিরপেক্ষতার মাত্রা ও বিশ্বাসযোগ্যতা লইয়া তর্ক চিরকালই ছিল, বিশেষত সত্তরের দশকের গোড়ায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বিশেষ সামরিক চুক্তির পরে। নির্জোট আন্দোলনের মঞ্চে ফিদেল কাস্ত্রোর উজ্জ্বল উপস্থিতিও ছিল নিরপেক্ষতার ঘোষিত আদর্শের প্রতি একটি প্রকাণ্ড পরিহাস। কিন্তু কূটনীতিতে ঘোষণার মূল্য অনস্বীকার্য। ঘোষিত অবস্থানে নেহরু-ইন্দিরা-রাজীবের ভারত যে কোনও একটি 'ব্লক'-এর শরিক হয় নাই, তাহার মূল্য মোদী সরকারের বিদেশমন্ত্রী স্বীকার করিতেছেন, ইহা লক্ষণীয় বইকি।

আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান ভারতের পক্ষে বিদেশ নীতিতে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখা অতীতের তুলনায় সহজ। জোট নাই। ঠান্ডা-লড়াইয়ের পরবর্তী একমেরু দুনিয়াও এখন কার্যত অতীত আমেরিকা আজও প্রবলতম রাষ্ট্র বটে, কিন্তু তাহার একাধিপত্য বহুলাংশে খর্বিত এবং, ট্রাম্প থাকুন বা না থাকুন, একাধিপত্য জারি রাখিবার তাগিদও আগের মতো নাই। বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য কী দাঁড়াইবে, চিনের গুরুত্ব কতখানি হইবে, তাহার সহিত রাশিয়ার সমীকরণই বা কোথায় পৌঁছাইবে, ইত্যাকার বহু প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে। এই ভারসাম্যের অভাব কি ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক নহে? বহুমেরু কূটনীতিতে খেলিবার সুযোগ বেশি নয় কি? বিদেশমন্ত্রী তেমন ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য: ভারত, জাপান বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো 'মাঝারি' শক্তিগুলির সম্মুখে এখন আপন গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার সম্ভাবনা তৈয়ারি হইয়াছে। সম্প্রতি এই সম্ভাবনায় একটি নূতন মাত্রা যোগ করিয়াছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সমৃদ্ধ ও শক্তিমান সাতটি রাষ্ট্রকে লইয়া গঠিত জি-৭ গোষ্ঠীর আগামী সম্মেলনে তিনি বিশেষ আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন চারটি দেশকে: ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং রাশিয়া। ব্রাজিলেরও ডাক পাইবার সম্ভাবনা আছে। ইহা কার্যত জি-৭'কে জি-১১ বা জি-১২'য় রূপান্তরিত করিবার উদ্যোগ। ট্রাম্প কূটনৈতিক সূক্ষ্মতার ধার না ধারিয়া সেই উদ্দেশ্যটি জানাইয়াও দিয়াছেন। ক্ষমতাবানদের সভায় ভারত ডাক পাইতেছে, কূটনৈতিক সুসংবাদ বইকি।

কিন্তু এই আমন্ত্রণ সরকারকে সঙ্কটেও ফেলিয়াছে। সঙ্কটের কারণ: ওয়াশিংটনের নব উদ্যোগটি সরাসরি চিনকে কোণঠাসা করিবার উদ্যোগ। এই উদ্যোগে ভারত কত দূর এবং কতখানি শামিল হইবে? প্রশ্নটি কঠিন এবং জটিল। কেবল জি-১১ নহে, সামগ্রিক ভাবেই আন্তর্জাতিক কূটনীতির নির্মীয়মাণ নূতন ব্যবস্থায় আপন ভূমিকা নির্ধারণে ভারতের অত্যন্ত সতর্ক ভাবে পা ফেলা দরকার। সেই ব্যবস্থা যে রূপই ধারণ করুক, তাহাতে চিনের গুরুত্ব বিস্তর। পুরানো বিশ্ব ব্যবস্থার ভাষায় বলিলে, বৃহৎ শক্তির অনেকগুলি মেরুর অন্যতম হিসাবে চিন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। কথাটি ভুল নহে, কিন্তু অসম্পূর্ণ। 'মেরু'র পুরানো ধারণাটিই নূতন পৃথিবীতে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক থাকিবে কি? এক দিকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার অনন্ত বিশ্বায়ন, অন্য দিকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিবিধ মডেলের আধিপত্য বিশ্ব ব্যবস্থাটি উত্তরোত্তর অস্থির এবং স্ববিরোধে আকীর্ণ। যাঁহারা আমেরিকাকে এই 'দিশাহারা' দুনিয়ার হাল ধরিতে বলিতেছেন, তাঁহারা অতীতের ঔষধ দিয়া ভবিষ্যতের ব্যাধি নিরাময়ের খোয়াব দেখিতেছেন। এই পৃথিবীতে কূটনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ প্রত্যেক দেশকে প্রতিটি উপলক্ষে আপন স্বার্থ অনুসারে রচনা করিতে হইবে। চিন অবশ্যই ভারতের প্রতিপক্ষ, কিন্তু তাহার মোকাবিলা করিবার তাড়নায় আমেরিকার স্বার্থকে আপন স্বার্থের সহিত অভিন্ন ভাবিলে ভুল হইবে। নূতন বিশ্ব অ-ব্যবস্থায় কূটনীতি এখন সতর্ক পদচারণার নিত্যকর্মপদ্ধতি।

হাথরাস নিয়ে হৈচৈ করছে কারা

আর কে সিনহা

উত্তর প্রদেশের হাথরাসে দলিত তরুণীকে গণ-ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে সমগ্র দেশ। এটাই স্বাভাবিক। নির্ভয়ার দোষীরা যেমন শাস্তি পেয়েছে, হাথরাসের ধৃত অপরাধীদেরও যাতে একই ধরনের শাস্তি দেওয়া যায়, উত্তর প্রদেশ সরকারের কাছে এটাই প্রত্যাশিত। এই জঘন্য কুকর্মের মধ্যেও কিছু মানুষ জাত খুঁজে বেড়াচ্ছে। এটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। তাঁরা নিজেদের দলিতদের শুভাকাঙ্খী মনে করেন। তাঁদের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক দল এবং বেশ কিছু সরকারি বাবুও রয়েছেন। কয়েক বছর আগেই একটি দলিত ছাত্রী ইউপিএসসি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল, এই বিষয়গুলি কখনই তাঁরা প্রকাশ্যে আনে না। যুবরাজ বাল্মীকির মতো দলিত ভারতের হকি টিমের হয়ে খেলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলও হচ্ছেন দলিতরা। দেশের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও দলিত সমাজের অন্তর্গত। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডা. কৌশল পওয়ার গর্বের সঙ্গে বলেন দেশের সংবিধান আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। সংরক্ষণের দলিতদের অনেকটাই উপকার হয়েছে। অধ্যাপক ডা. কৌশল পওয়ার আরও বলেন, হাথরাসের মতো ঘটনা যেভাবেই হোক রুখতে হবে। তাঁর এই মতামত কেউ অস্বীকার তো করতে পারবে না।

কিন্তু, দুঃখের বিষয় হল-কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, রাষ্ট্রীয় লোক দল এবং অবসরপ্রাপ্ত কিছু সরকারি বাবু হাথরাসের ঘটনার অজুহাতে রাজনীতি করে চলেছেন। প্রথমেই জানতে চাই, ক্ষমতায় থাকাকালীন দলিতদের জন্য তাঁরা কী করেছেন? দলিত অথবা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের স্বার্থে কথা বলা মোটেও ভুল নয়। তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক উত্থানের দাবি জানানো উচিত। কিন্তু, ওই সমস্ত দলের কাছে জানতে হবে, ক্ষমতায় থাকাকালীন দলিত, পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য তাঁরা কী করেছে? প্রকৃত সত্য হল, দলিতদের সর্বদা তাঁরা প্রতারিত করেছেন। ভোট ব্যাঙ্ক ছাড়া কিছুই মনে করেননি।

উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের দলিতদের মধ্যে পার্থক্য

উত্তর প্রদেশের দলিতদের সঙ্গে একবার মহারাষ্ট্রের দলিতদের তুলনা করে তো দেখুন। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে হাজার হাজার দলিত যুবক সফল উদ্যমী হয়ে উঠেছেন।সেখানকার দলিতদের জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। চাকরি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোথাও নিজেদের জন্য সংরক্ষণের আকাঙ্খা রাখেন না তাঁরা। বিজনেসের দুনিয়ায় নিজেদের সম্মানজনক স্থান তৈরী করে নিচ্ছেন তাঁরা। সফল উদ্যোগপতি হয়ে উঠছেন। সমানে সাফল্য পাচ্ছেন তাঁরা। মহারাষ্ট্রের দলিতরা তো ফিক্কি, অ্যাসোচেম, সিআইএ-এর ভিত্তিতে নিজেদের মজবুত সংগঠনও তৈরী করে ফেলেছে। ওই সংগঠনের নাম "দলিত ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি"। এই সংগঠনে অধিকাংশই মহারাষ্ট্রের দলিত উদ্যোগপতি রয়েছেন।

সরকারকে কেন আক্রমণ করছেন সরকারি বাবুরা

দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু অবসরপ্রাপ্ত সরকারি বাবুরাও সরকারকে আক্রমণ করছেন। হাথরাস গণ-ধর্ষণ মামলায় ৯২ জন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস এবং আইপিএস অফিসাররা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লিখেছেন। সরকারের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ এনেছেন তাঁরা। হাথরাস নির্যাতিতাকে যেনতেন প্রকারেণ সুবিচার দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা। ওই চিঠি যাঁরা পাঠিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অশোক বাজপেয়ী, বজাহত হাবীবুল্লাহ, হর্ষ মন্দর, জুলিও রিবেইরো, এন সি সাক্সেনা, শিবশঙ্কর মেনন, নজীব জং, অমিতাভ পান্ডে প্রমুখ। আপনারা একটু খেয়াল করুন, এই সমস্ত অফিসাররা দিল্লি হিংসায় কথিত "গড়বড়" থেকে হাথরাসের ঘটনাতেও দ্রুত চিঠি লিখে ফেলেন।

দিল্লি, নয়ডা, অথবা দেশের প্রধান শহরে বসবাসকারী এই সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি বজাহত হাবীবুল্লাহ, দিল্লির প্রাক্তন উপ-রাজ্যপাল নাজিব জং, সর্বদা মোদী সরকারের নিন্দা করা হর্ষ মন্দর, মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল জুলিও রিবেইরো, প্রাক্তন বিদেশ সচিব শ্যাম সরন, পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়া গ্যাংয়ের প্রধান অশোক বাজপেয়ী, অমিতাভ পান্ডে এবং প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও জওহর সরকার প্রমুখ রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই বামপন্থী এবং ইসলামাবাদের ইতিহাস সবার জানা।

মন্দর সাহেবকে তো গোটা দেশ ভালো করেই জানে। শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের সম্বোধিত করে তিনি বলেছিলেন, "সুপ্রিম কোর্ট অথবা সংসদ থেকে আমাদের আর কোনও আশা নেই। আমাদের এবার রাস্তায় নামতে হবে।" মন্দরের বিতর্কিত এই ভাষণ বহু মানুষ শুনেছিলেন। টিভি চ্যানেলেও সম্প্রচারিত হয়েছিল। সংসদ অথবা সুপ্রিম কোর্টের কাছে যখন তাঁর কোনও ভরসা নেই, তাহলে তিনি ঝটপট সরকারকে কেন চিঠি লিখে ফেলেন? পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়া গ্যাংয়ের প্রধান হলেন অশোক বাজপেয়ী। তাঁকেও একটি প্রশ্ন করতে চাই, সাধারণ পাঠক কী তাঁর লেখনি সম্পর্কে অবগত? মোটেও না। এটাই তাঁর সবথেকে বড় অসফলতা।

মনে রাখবেন, মহারাষ্ট্রে সাধুদের নির্মমভাবে যখন হত্যা করা হয়েছিল, তখন এঁরা মোটেও দুঃখিত হয়নি। মহারাষ্ট্র সরকারকে তখন একটা প্রশ্নও তাঁরা করেননি। জুলিও রিবেইরোও কোনও প্রশ্ন করেননি। তাঁর রাজ্যেই তো সাধুদের নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। নিজেকে মানবাধিকারবাদী দাবি করা হর্ষ মন্দরও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। সাধুদের হত্যা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি তিনি। প্রশ্ন হল, আপনারা কী সত্যের পাশে রয়েছেন?

যদি এমনটাই হতো তাহলে এই সমস্ত সরকারি বাবুদের চিঠিতে কারও অসুবিধা কেন হত? দেশে হাথরাসের মতো ঘটনা ফের ঘটুক তা কে চাইছে? এই ধরনের ভয়াবহ ও নক্কারজনক ঘটনাকে কোনও সরকারই সমর্থন করবে না। প্রতি সরকার নিজেদের কাজ ও নিয়ম অনুযায়ী চলে। সর্বদা সরকারকে আক্রমণ করা ঠিক নয়। সরকারি প্রকল্প অথবা কাজ নিয়ে যদি কোনও ত্রুটি থাকে তাহলে অবশ্যই সরকারকে আক্রমণ করুন। কিন্তু, বিনা তথ্যে সরকারকে আক্রমণ করার অর্থ, আপনাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। যেহেতু রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে, তাই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হাথরাস মামলার তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

সরকারি অনুদান পেতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ অক্টোবর (হি.স.) : কোভিড-১৯ করোনা অতিমারিতে প্রতিটি গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবার চরম আর্থিক সমস্যায় ভুগছেন। নিজেদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যের সঠিক পরিচর্যা করতে পারছে না। এর মধ্যে প্রায় প্রতিটি ঘরে এক দুজন বিদ্যার্থী আছেন যাদের শিক্ষা চালানো দুষ্কর হয়ে পড়েছে। যদিও সরকারের নির্দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা অর্থের বিনিময়ে অনলাইনে শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে সরকার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিধায়কের মাধ্যমে আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীদের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে ব্যাঙ্কে। কারণ অনেকের ক্ষেত্রে স্থানীয় ঠিকানা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ব্যাঙ্ক সঠিক ঠিকানা না পেলে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছেন না তাঁরা। ফলে সরকারের দেওয়া অর্থ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের দিতে পারছেন না। শহরের বিভিন্ন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের পুরসভার প্রমাণপত্র পেতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য করিমগঞ্জ শহর মণ্ডল বিজেপি সভাপতি সজীব বণিকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পুর আধিকারিকের কাছে স্মারকপত্র দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে তাদেরকে শহরের পুর এলাকার বলে পরিচয়পত্র তুলে দিতে আর্জি জানান তিনি। পুর কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি কার্যকর করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রতিনিধি দলে সঞ্জীব বণিকের সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন পুর কমিশনার রূপক পোদ্দার, অসীম দেব, কৃষ্ণকান্ত রায়, জগদীশ রায়, দিপজয় দাস প্রমুখ।

হাথরাস কাণ্ড নিয়ে ফের উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাস গণধর্ষণকাণ্ডে ইতিমধ্যেই দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিমকোর্টে হলফনামা পেশ করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। নিজেদের পেশ করা হলফনামায় উত্তরপ্রদেশ সরকার জানিয়েছে যে এই মামলার তদন্তভার সিবিআইকে দেওয়ার সুপারিশ জানানো হয়েছে। গভীর রাতে মৃতদেহ দাহ করার প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশ সরকার আদালতকে জানিয়েছে যে সকালে মৃতদেহ দাহ করলে গ্রামের দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত। আইন-শৃংখলার কথা মাথায় রেখে মৃতদেহ সংকার করা হয়। এই প্রসঙ্গে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছে কংগ্রেস।তাদের দাবি এই মামলা নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার বিভ্রান্তি ছড়ানোর পর সত্যকে আড়াল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সরকার হলফনামায় দাবি করেছে যে রীতি মেনেই সংকার করা হয়েছে তা একেবারে অসত্য বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা দেব, দলের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেথ, প্রাক্তন সাংসদ রজনী পাটিল সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন যে আদালত কে বিভ্রান্ত করার জন্য এই হলফনামা পেশ করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। ধর্ষণ হয়নি এমনই দাবি করে আসছে সরকার। গোটা দেশ টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছে যে কিভাবে পুলিশ জোর করে মৃতদেহ সংকার করেছে। হাথরাস কাণ্ডে নিগৃহীতার ওপর যে অন্যায় হয়েছে তা এখন জনসমক্ষে চলে এসেছে।

জাতীয় পর্যায়ে বাংলা ভাষার গুরুত্ব দেওয়ার দাবি, একটি পর্যালোচনা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : জাতীয় পর্যায়ে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই প্রশ্ন উঠেছে, স্বরাজ্যে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য কতটা কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। কোনও কোনও মহলের অভিযোগ, বাঙালির আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে ভাষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি করছেন। ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার (নিট) পরে সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির পরীক্ষায় (জেইই-মেন) বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি করেন। এর আগে সম্প্রতি বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা না দেওয়ায় একপ্রস্থ বিতর্ক হয়েছে।

নিট পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে সুযোগ দিতে চিঠি লিখে কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন বাংলায় ওই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। তবে জেইই-মেন পরীক্ষায় বাংলা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গুজরাতি ভাষায় ওই পরীক্ষা দেওয়া গেলে কেন বাংলায় তা দেওয়া যাবে না। বরং প্রতিটি প্রাদেশিক ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকা উচিত।" এই বিষয়ে কেন্দ্রকে চিঠিও দিয়েছে রাজ্য। জাতীয় শিক্ষানীতিতে একাধিক প্রাদেশিক ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্র। বাংলাকে কেন সেই তালিকায় জায়গা পায়নি, তা নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক তথা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের শাখা সম্পাদক সুমন চন্দ্র দাস নিট/ জেইই পরীক্ষায় বাংলায় প্রশ্নপত্র করার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে এই প্রতিবেদককে বলেন, "এনিয়ে মুখ এখন খুলছেন মাননীয়া, ভালো কথা আমরাও বাংলাতে প্রশ্নপত্র চাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরীক্ষা পরিচালনা গোষ্ঠী যখন রাজ্যের কাছে প্রশ্ন পত্রের ভাষা নিয়ে পরামর্শ চায় তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসে মনে পড়ে না বাংলার কথা বলি? বাংলা ভাষায় প্রশ্নপত্র চাই এই বলে তখন আপনার কলম চলে না? সবটাই দায়িত্বজ্ঞানহীনের পরিচয়।"

প্রবীন প্রযুক্তি-শিক্ষাবিদ তথা শিবপুরের 'বেসু'-র (অধুনা আইআইইএসটি) উপাচার্য নিখিল রঞ্জন ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রী তো অন্যায় দাবি করেননি! তবে একটা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এমসিকিউ প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন ঠিকমত বুঝে উত্তর না দিলে নেগেটিভ মার্কিং হয়ে যাবে। প্রশ্নের বঙ্গানুবাদের সময়ে তাই খুব সতর্ক থাকতে হবে। যাতে অনুবাদ সঠিক এবং স্পষ্ট হয়।" সরকারি কাজে বাংলার প্রয়োগ মার খেয়েছে এটা স্বীকার করে নিখিল রঞ্জন ব্যানার্জী বলেন, হয়ত প্রশাসনের অনেকে বাংলা বোঝেন না বলে এ রকম হয়েছে। আর, বাংলার স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজন সার্বিক চেতনা। আমরা অনেকেই জগাখিচুড়ি বাংলায় অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছি। এটা যে ভাল নয়, তা আমরা নিজেরাও অনেকে সেভাবে বোধ করি না। প্রায় দেড় দশক আগে 'বেসু'-র উপাচার্য থাকাকালীন ২১ ফেব্রুয়ারি শিবপুরে ভাষা দিবসের এক অনুষ্ঠানে আমি এবং অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী বক্তৃতায় প্রায় পুরোটাই বাংলা শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছিলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশের তৎকালীন ডেপুটি হাই কমিশনার এর জন্য খুশি হয়ে আমাদের অভিনন্দন জানান। আমরা যদি সবাই বাংলা ভাষাকে এভাবে ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে নিতে পারি, একটা সুফল তো পাবই!

প্রশ্ন উঠছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারের বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা নিয়ে। তাহলে কি ভাষা নিয়ে কেবলই রাজনীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী? বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় যেতে চাননি নিখিলবাবু। তাঁর বক্তব্য, প্রযুক্তির শিক্ষক হিসাবে সেভাবে বলতে পারব না। সুমন চন্দ্র দাসের মতে, "আসলে মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাষা নিয়ে রাজনীতি করছেন। বাঙ্গালীর বাংলা ভাষার সঠিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য মূখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনি ব্যর্থ। বাঙ্গালীর সমাজের সঙ্গে বাংলা ভাষা নিয়ে প্রবঞ্চনা করছেন।"

প্রাক্তন উপাচার্য তথা বর্ষিয়ান শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার মনে করেন, অতীতে এ রাজ্যের প্রতিটি সরকার বাংলা ভাষার প্রসার ও প্রচার নিয়ে কমবেশি উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে বাংলার প্রসার নিয়ে মৌখিক বক্তৃতা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। বরং, বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলোকে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি মাধ্যমের করে দেওয়ায় বাংলা ভাষার পড়ুয়ার সংখ্যা আরও কমে যাবে।

পবিত্রবাবু এই প্রতিবেদককে জানান, "রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার সরকারি কাজে বাংলাকে গুরুত্ব দিতে উদ্যোগী হয়েছিল। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিধায়ক। তিনি বিধানসভা অধিবেশনে এ ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন। কিন্তু মূলত জনসাধারণের একাংশ এবং আমলাকূলের অনীহায় তা সফল হয়নি। বামফ্রন্ট রাজ্যেয়ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ থেকে প্রশাসনিক কাজে বাংলার প্রসার নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়। অবাঙালি হওয়া সত্ত্বেও মুখ্যসচিব নারায়নণ কৃষ্ণমূর্তি বাংলায় নোট লিখতেন। নিজের সই করতেন 'না কৃষ্ণমূর্তি' লিখে। ১৯৮৬-তে অন্নদাশঙ্কর রায়ের পৌরহিত্যে তৈরি হয় 'বাংলা অকাদেমী'। আমি দীর্ঘদিন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। পরে সহ সভাপতি হই। বানান সংস্কারের নানা সুপারিশ করি আমরা। শিশুদের বাংলা লেখার ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল। স্বচ্ছ বর্ণ বা টাইপের সেসব ভাবনা বাংলাদেশের পাঠ্যবইয়েও গৃহিত হয়েছে। ১৯৮৮ থেকে '৯৫ এ রাজ্যে বাংলা ভাষার প্রচার ঘটেছিল। কিন্তু রাজ্যে বর্তমান সরকার আসার পর এ ব্যাপারে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারেনি। 'বাংলা অকাদেমী'-র তো রীতিমত দৈন্যদশা চলছে। ভাষার প্রচার নিয়ে সরকারের কোনও সদিচ্ছা চোখে পড়ে না।"

পঞ্চসায়র শিক্ষানিকেতনের সহ প্রধান শিক্ষিকা সুপর্ণা চক্রবর্তী এই প্রতিবেদককে জানান, "জাতীয় ভাষা এবং দাপ্তরিক ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় সংবিধানে জাতীয় ভাষা বলে কোনও ভাষা নেই।দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি ও হিন্দি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি রাজ্যের তাদের নিজস্ব ভাষাকে সরকারি মর্যাদা দেবার অধিকার এবং সেই ভাষায় সর্ব ভারতীয় স্তরে যোগাযোগ ও কাজকর্ম করার ক্ষমতা রয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এটা যে, আমাদের বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গেই দুয়োরাণীর আসনে বসে আছে।এই রাজ্যের বেশির ভাগ সরকারি কাজকর্মই সম্পাদিত হয় ইংরেজিতে। রাজ্যের বেশির ভাগ জায়গাতেই দোকান ইত্যাদির নাম ইংরেজি হরফে লেখা থাকে। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সেরকম কোনও গঠনমূলক কাজ এখনও রাজ্যে পরিলক্ষিত হয় নি। ফলে জাতীয় স্তরেও সেরকম কোনো বিশেষ ভাবনার বা প্রয়োগের প্রচেষ্টা দেখা যায় নি।"

সুমন চন্দ্র দাস এই প্রতিবেদককে জানান, "২০১৮-র ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট হাইস্কুলে শুধুমাত্র বাংলা ভাষার শিক্ষক চেয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে তৃণমূল আশ্রিত জেহাদী এবং পুলিশের যৌথ পরিকল্পনায় তরুণ ছেলে রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মনকে বুকে গুলি করে হত্যা হয়েছিল। কেন? যে বিদ্যালয়ে উর্দু ভাষার ছাত্রছাত্রী নেই, আছে বাংলা ভাষার ছাত্রছাত্রী, সেখানে কেন উর্দু শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল? পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার শিক্ষক চাইলে গুলি মিলবে? একজন দোষীকেও চিহ্নিত করতে ব্যর্থ পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ভাষার অধিকারের জন্য বাংলা মায়ের কোল খালি করেছে আপনার সরকার।

২০১৪ সালে ওডিসা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেল। নবীন পট্টনায়ক সরকার কেন্দ্রীয় ভাষা সংস্থাকে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন। মাননীয়া কেন্দ্রীয় সংস্থাকে উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে প্রতিলিপি দেন নি কারণ ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা কি মাননীয় বুঝতে অক্ষম। বামপন্থী সাহিত্যক গবেষকরা সাহিত্য একাডেমিতে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা বাংলা নিয়ে চুপ ছিলেন। নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতিতে প্রত্যেক ধ্রুপদী ভাষার জন্য বিশেষ অনুদানের কথা রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে ধ্রুপদী ভাষা পড়ানো হয় এমন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা করা বিশেষ ধ্রুপদী ভাষার জন্য বিশেষ চেয়ার প্রফেসর পদ গঠন হবে। পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এবং সাহিত্য একাডেমিতে রাজ্য সরকারের স্পষ্ট দাবী সমুহ সঠিক সময়ে ধ্রুপদী বাংলাভাষা নিয়ে কোন সদর্থক ভূমিকা পালন করেন নি।"

শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস বলেন, নিজের রাজ্যে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুই করেন নি বললেই ঠিক হয়। ১. পাঠ্যপুস্তকে ইসলামিক আবহ আনতে সংস্কৃতানুগ শব্দ কমিয়ে ব্যাপক আরবি-ফারসি শব্দ ঢোকানো হয়েছে।

২. সব রকম পাঠ্যপুস্তকে অস্বাভাবিক ভাবে আম্মা-আব্বা-আপা-ফুফু-খালা-চাচা ধরনের সম্পর্ক আছে। হিন্দুদের নামের সঙ্গে কৃত্রিম ভাবে মুসলমান নাম এসেছে। অথচ এটা জনতত্ত্ব -সম্মত নয়। এটাও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। যেকোন ভাষার শব্দ বিন্যাস (ভাষাতত্ত্বে একে বলে রেজিষ্ট্রার) তা ধ্বংস করছে বর্তমান সরকার। আশ্চর্যের কথা, এই পদ্ধতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশও করছে!

৩. বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সংযোগ ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে। রাজ্যে উর্দু একাডেমি আছে, হিন্দী একাডেমি আছে। সংস্কৃত একাডেমি নেই। দাড়ি ভিটে বাংলার পরিবর্তে উর্দু শিক্ষক পাঠিয়ে, আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালিয়ে, রাজেশ-তাপসদের মেরে এরা নিজেদের চিনিয়েছে!

৪. ঈদ আর দুর্গাপুজো সরকারের পাঠ্যপুস্তকে "শারদোৎসব"! মূর্খেরা এটাও জানেন না, ঈদ বছরে ন্যূনাধিক ১১- দিন করে পিছিয়ে যায়। এমন অজস্র নিদর্শন আছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার মার্চেন্ট এসোর ৫০ বছড পূর্তিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

এখনই যাত্রীবাহী গাড়ির ভাড়া বাড়ছে না, চাক্কা বনধ-এর দ্বিতীয় দিনে জানিয়ে দিলেন অসমের পরিবহণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন

গুয়াহাটি, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : যাত্রীবাহী বাস কিংবা অন্য গাড়ির ভাড়া এখনই বাড়ানো হবে না। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী চর্নোমোহন পাটোয়ারি। গাড়ির যাত্রীভাড়া বাড়ানোর দাবিতে সারা অসম মোটর ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে গতকাল অর্থাৎ সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য গোটা অসমে চাক্কা বনধ চলছে। আজ ছিল চাক্কা বনধ-এর দ্বিতীয় দিন। রাজপথে গাড়িঘোড়া চলাচল না করার ফলে সাধারণ মানুষ যাদের প্রতিদিন অফিস কিংবা অন্যত্র যেতে হয় তাঁরা পড়েছেন হয়রানির মুখে। এছাড়া মহানগরে নাগরিকদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা সিটি বাস। সিটি বাসের যাত্রীদের বাস স্ট্যান্ডে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। তবে নিত্য যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে সরকারি অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এসটিসি)-এর ৬৫০টি বাস গুয়াহাটি সহ গোটা রাজ্যে চালানো হচ্ছে।

মঙ্গলবার রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির সঙ্গে তাঁদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসেছিল সারা অসম মোটর ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল। আলোচনায় কোনও ইতিবাচক ফল হয়নি। অতিমারি করোনা পরিস্থিতিতে গত আট মাসে সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছেন। সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে আপাতত বাস ভাড়া বাড়ানো সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। বিষয়টি নিয়ে আগামী ১৫ দিন পর আবার বৈঠকে বসবেন তিনি। তখন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানসূত্র বের করার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন।

এদিকে, মোটর ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের বক্তব্য, লকডাউনের ফলে গত কয়েক মাসে চরম আর্থিক সংকটে মধ্যে পড়তে হয়েছে বাস মালিক, চালক, কনডাক্টর এবং খালাসিদের। তাছাড়া ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে বাস চালিয়ে তাঁরা ঠিকমতো পুষিয়ে উঠতে পারছেন না বলেও উল্লেখ করেছেন। এদিকে রাস্তায় সিটি বাসের খামতি মেটাতে এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি) সারা রাজ্যে ৬৫০টি বাস পরিষেবা দিচ্ছে। কিন্তু তাতেও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ যাচ্ছে না। অন্যদিকে বরাক উপত্যকায় চাক্কা বনধ-এর কোনও প্রভাব পড়েনি বলে জানা গেছে। তবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। নিত্য যাতায়াতের জন্য ওলা, উবেরের মতো পরিষেবা নেওয়ার মতো সামর্থের অভাব বহুজনের। তাই চাক্কা বনধ-এর জেরে ফাঁপরে পড়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

অরূপ বিশ্বাসের ভাইপো পরিচয় দিয়ে প্রতারণায় প্রতারকে তিনদিনের জেল হেফাজত

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি স):রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাইপো পরিচয়ে টলিউডে মহিলা মডেলদের কাজ পাইয়ে দেওয়ার টোপ ও ভয় দেখিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে।ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয় এক যুবক।প্রতারকদের তিনদিনের জেল হেফাজত আলিপুর আদালতের।

অভিযোগ উঠেছে টলিউডের কয়েকজন কলাকুশলী ও ফটোগ্রাফারের সঙ্গে পরিচয় ছিল রিজেন্ট পার্কের ২৭ বাবুরাম ঘোষ রোডের অভিযুক্ত রণজিতের। নিজের প্রোফাইলে মডেলদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি দিয়েছিল সে। ফেসবুকে আটটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিল অভিযুক্ত। অভিনেত্রীর সঙ্গে কিছুদিন আগে ফেসবুকে আকাশ বিশ্বাসের পরিচয় হয় ওরফে রণজিৎ। কাজ পাইয়ে দেবে বলে তাঁর কাছে ১০ হাজার টাকা চায় আকাশ। কিন্তু অপেক্ষার পরও কাজ না পেয়ে মেয়েটি টাকা ফেরৎ চায়। সেই টাকা আকাশ ফেরৎ দিতে অস্বীকার করলে সেখান থেকেই বিবাদের সূত্রপাত। সামনে আসে আসল ঘটনা। আর এরপরই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। যুবককে গ্রেফতার করে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ। অরূপ বিশ্বাসের নাম নিয়ে প্রতারণার জেরে ধৃত যুবকের তিনদিনের জেল হেফাজত হয়। তিনদিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ আলিপুর আদালতের।

সংক্রমণ রোধে জীবাণুমুক্ত মুচিপাড়া থানা

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.): করোনা কাঁটায় একপ্রকার নাস্তানাবুদ শহরবাসী। অদৃশ্য ভাইরাসের দাপটে জর্জরিত মহানগরী। যতদিন বাড়ছে ততই যেন আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। তবে, বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতেও শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে মঙ্গলবার জীবাণুমুক্ত করা হল মুচিপাড়া থানা।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য অজানা ভাইরাস করোনা। গৃহবন্দি শহরবাসীর সমস্ত রকমের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কখনও মাস্ক বিলি তো কখন ও খাদ্য বিলি আবার কখনো করোনা সচেতনতায় মাইকে প্রচার শহরবাসী সেবায় সবসময় রত থেকেছেন কলকাতা পুলিশ।

বুধবার ঝাড়্গামের প্রশাসনিক সভায় যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাড়্গাম, ৬ জুলাই (হি. স.) : লোকসভা নির্নাচনের পর বুধবার ঝাড়্গামে প্রশাসনিক সভায় যোগ দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার খড়্গপুরে প্রশাসনিক বৈঠকের পর ঝাড়্গাম শহরের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে প্রসাশনিক বৈঠকে যোগ দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাতে ঝাড়্গ্রামে থাকবেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে প্রশাসনের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে জেলা পরিষদের সভাধিপতি,জেলা পরিষদের সদস্যরা সহ জেলা প্রশাসন এবং পুর প্রশাসনের আধিকারিকেরা উপস্থিত থাকবেন।এছাড়া জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের সাথে ভার্চুয়াল কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী।পুলিশের আধিকারিক সহ আইসি,ওসিদের এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের সাথে ভার্চুয়ালে কথা বলবেন বলে জানা গিয়েছে।ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে একটি স্টেজ হয়েছে।সাংবাদিকদের জন্য আলাদা বসার জায়গা থাকবে। মিটিংতে সাতান্ন থেকে ষাট জন থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।কোন প্রকল্প বা অন্য কিছুর উদ্বোধন হবে কিনা সেই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে এদিন বিকেল পর্যন্ত কোন নির্দেশ আসেনি বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে।

বুধবার প্রশাসনিক সভায় পুলিশ থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন দফতরের যারা উপস্থিত থাকবেন তাদের সকলেরই মঙ্গলবার করোনা পরীক্ষা হয়েছে। জঙ্গলমহল বরাবরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত ভালবাসার জায়গা।তিনি সব সময় অতিরিক্ত গুরুত্ব দেন এই জেলাকে।জেলার সর্ব স্তরে উন্নয়ন করেছেন তিনি।করোনা পরস্থিতিতেও ভার্চুয়ালে জেলা শাসকের সাথে বেশ কয়েকবার বৈঠক করে খবরা খবর নিয়েছেন।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে জেলায় সরকারি পরিষেবা গুলি মানুষের কাছে সঠিক ভাবে পৌছাচ্ছে কিনি সেই বিষয়ে তিনি জানতে চাইবেন।করোনার ক্ষেত্রে অন্যান্য জেলার তুলনায় ঝাড়্গ্রাম ভাল জায়গায় রয়েছে।করোনা হাসপাতল হয়েছে।পুজার আগে শহরের অদূরে অরেকটি করোনা ইউনিট চালু হবে।জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে সামগ্রীক উন্নয়নের খতিয়ান তিনি জানতে চাইবেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছ থেকে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায় যারাই আসবেন সকলকে করোনা স্বাস্থ্য বিধি মনে সভাস্থলে ঢোকানো হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন মঙ্গলবার গোটা স্টেডিয়াম চত্বর দমকল বাহিনী স্যানিটাইজ করেন। উল্লেখ্য গত একবছর পর জঙ্গলমহলের ঝাড়্গাম জেলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ধর্ষণ, অপহরণের তথ্য নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের প্রকাশ্য বিরোধ

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের ধর্ষণ, অপহরণের তথ্য নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হল। দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে নানা মাত্রায় বিভিন্ন ব্যাপারে মতানৈক্য চলছে। কিন্তু সরকারি রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে দু'তরফে এ রকম প্রকাশ্য বাদানুবাদ এককথায় নজীরবিহীন।

মঙ্গলবার ধর্ষণ, অপহরণের এই তথ্য দাখিল করে দাবি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর টুইটে লিখলেন, "অন্যত্র আগুন নেভাতে যাওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ এলাকায় নিজের পায়ের নিচের আগুন নেভান!" এর পরেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে লিখিতভাবে দাবি করা হয়, রাজ্যপালের দেওয়া তথ্য ঠিক নয়। এর পর রাজ্যপাল সন্ধ্যায় ফের টুইট করে দাবি করেন, তিনি যা লিখেছেন, একেবারে ঠিক।

হাথরাস কান্ডের হইচই শুরুর পর থেকে ফেসবুকে অত্যুৎসাহী অনেকে লিখেছিলেন, এ ব্যাপারে জগদীপ ধনকর কেন চুপ? শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার দুপুরে টুইটে ধনকর লিখেছেন, "সরকারি হিসাবেই বলছে এ রাজ্যে ২২৩টি ধর্ষণ এবং ৬৩৯টি অপহরণ হয়েছে। মহিলাদের কী চিন্তার অবস্থা!" তাঁর সংযোজিত জেলাভিত্তিক তালিকায় দেখা যাচ্ছে, কেবল গত আগস্ট মাসে ধর্ষণ ও অপহরণে রাজ্যে সবচেয়ে ওপরে মুর্শিদাবাদ ৫১ ও ৭৫। নদিয়ায় যথাক্রমে ২৪ ও ৫৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণা যথাক্রমে ১৮ ও ৬৮, উত্তর ২৪ পরগণায় ২১ ও ৪৯। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির শীর্ষে রয়েছে জলপাইগুড়িযথাক্রমে ১৬ ও ২৩।

এরপর স্বরাষ্ট্র দফতর দাবিকরে, "রাজ্যপালের অভিযোগ ভিত্তিহীন। কোনও সরকারি রিপোর্ট বা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি এটা জানাননি। এটা ভ্রান্তিমূলক এবং ভিত্তিহীন।" রাজ্যপালও টুইটে পালটা দাবি করেন, প্রতিটি ডিভিশন থেকে এই তথ্য সরকারিভাবে আমাকে পাঠানো হয়েছে।

কাছাড়ে আজ নতুন ৭৩ জন করোনা পজিটিভ, জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯৪৭১

শিলচর (অসম), ৬ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলায় আজ মঙ্গলবার নতুন করে ৭৩ জনকে করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ৫৫ জন এবং আরটিপিসিআর টেস্টে ১৮ জন পজিটিভ আক্রান্তের তথ্য জানানো হয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষে।

মঙ্গলবার মোট ১,৩০৫ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট (রেট) করা হয়েছে। জেলায় এ পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,৪৭১ জন। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত করোনা পজিটিভ থেকে ৭,৯৩৪ জন আরোগ্য লাভ করেছেন এবং ১,৪৩০ জন বিভিন্ন কোভিড সেন্টারে চিকিৎসাধীন। কাছাড় জেলায় কোভিড আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মোট ৩৪ জনের মৃত্যু ঘটেছে। মোট ৩,৯৪৭ জন হোম আইসোলেশনে ছিলেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২,৭৭১ জন। বর্তমানে ১,১৭৬ জন কোভিড আক্রান্ত হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।

করোনা আক্রান্ত কলকাতা পুরসভার প্রশাসকবোর্ডের সদস্য দেবব্রত মজুমদার

কলকাতা, ৬অক্টোবর (হি. স.): এবার করোনা আক্রান্ত হলেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসকবোর্ডের সদস্য দেবব্রত মজুমদার। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরে জ্বর, সর্দি, কাশির মত করোনার উপসর্গ থাকায় আজ সকালে তিনি নমুনা পরীক্ষা করেন। রেপিড এন্টিজেন পরীক্ষার পরই তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। পাশাপাশি আরটি পিসিআর পরীক্ষার জন্যও তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

এদিকে তার উচ্চরক্তচাপ, কোলেস্টোরল ও শর্করাজনিত সমস্যা থাকায় তিনি আজই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এম আর বাঙ্গুর এর সুপার ডাক্তার শিশির নস্কর জানিয়েছেন, দেবব্রত মজুমদারের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

২০২১ সালে রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার গঠন হচ্ছে, দাবি এপিসিসি সম্পাদক মাঙ্গবে রংপির

হাফলং (অসম), ৬ অক্টোবর (হি.স.) : ২০২১ সালে রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার গঠন হচ্ছে। দাবি অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক তথা ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ড় মাঙ্গবে রংপির। মঙ্গলবার হাফলঙে কংগ্রেসের জেলা সদর দফতর রাজীব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক মাঙ্গবে রংপি দৃঢ়তার সঙ্গে রাজ্যে ২০২১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসেরই বিজয় হবে এবং তাঁরা সরকার গঠন করবেন বলে জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, রাজ্যে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফের সঙ্গে যে মহাজোট বন্ধন হতে চলছে এ নিয়ে রাজ্যের জনগণের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলছে। তাই আগামীতে রাজ্যে পুনরায় কংগ্রেসেরই সরকার গঠন হচ্ছে বলে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক বারবার দাবি করেছেন। হাফলঙের রাজীব ভবনে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ও মণ্ডল কংগ্রেস সভাপতিদের সঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবিলম্বে তৃণমূল স্তরে কংগ্রেস কর্মীদের শক্তিশালী করে তুলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করা হবে বলে জানান রংপি।

ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ড় মাঙ্গবে রংপি বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ডিমা হাসাও জেলায় কংগ্রেস ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হবে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে দেবলাল গারলোসার নেতৃত্বে ব্যাপক দুর্নীতি সংগঠিত হচ্ছে। এমন-কি পাহাড়ি এই জেলায় বালু থেকে শুরু করে পাথর, কয়লার ভয়ংকর সিন্ডিকেটরাজ চলছে। সে সব সকলেই জানেন। তাই ২০২১ সালে রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার গঠন হওয়ার পর উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। এর পর ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পার্বত্য পরিষদে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল লাংথাসা ও পার্বত্য পরিষদের কংগ্রেস সদস্য জয়সিং দুরুংকে পাশে বসিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্সের স্লোগানদাতা মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে চার্জশিটে অভিযুক্ত দেবোলাল গারলোসাকে পার্বত্য পরিষদের সিইএম পদে বসিয়ে রেখেছেন, এই প্রশ্ন তুলে মাঙ্গবে রংপি বলেন, দেবোলাল গারলোসার দুর্নীতির বিষয়টি এখন শুধু অসমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অসমের বাইরেও এখন দেবোলালকে নিয়ে জোরদার চর্চা চলছে। এমন-কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যের গৃহ বিভাগের কাছে দেবোলাল গারলোসার চার্জশিটের সমস্ত তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক মাঙ্গবে রংপি।

ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর নিয়ে হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশকে নোটিশ সুপ্রিমকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি. স.): প্রতিবছর উত্তর ভারতে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর জেরে বিপুল পরিমাণ বায়ুদূষণ তৈরি হয়।এই নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। মঙ্গলবার দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে কেন্দ্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নোটিশ জারি করেছে।এদিন প্রধান বিচারপতি এ এস বোবদে নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ এই রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে যে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধ করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়ার রূপরেখা তৈরি করতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৬ অক্টোবর।এদিন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন ফসলের অবশিষ্টাংশ পড়ানোর জেরে যে ধোয়া তৈরি হয় তাতে করে কি করোনা নির্মূল হয়ে যাবে। এর উত্তরে আইনজীবী বিকাশ সিংহ জানিয়েছেন উল্টে বিভিন্ন ধরনের রোগ আরো বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে। পিটিশন কারি আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারগুলির উচিত কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র ব্যবহার করে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো নির্ধারণ করা উচিত।এই অবশিষ্টাংশ যদি বিক্রি হয় তার থেকে কৃষকদের অন্যতম অর্থ প্রদান করা উচিত।তখন প্রধান বিচারপতি রাজ্যগুলিকে নোটিশ জারী করে জানতে চায় কিভাবে এবার ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধ করা যাবে। রাজ্যগুলিকে শীঘ্রই নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস, তাদের মুখে এর বিরোধিতা বেমানান : অসম বিজেপি

গুয়াহাটি, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : ভোট আসার সাথে সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা শুরু হয়ে যায়। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে অসমেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের খেলা শুরু হয়েছে। অসম প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র ফণী পাঠক মঙ্গলবার কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছেন, এই দল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ খুবই বেমানান।

আজ এক প্রেস বার্তায় ফণী পাঠক বলেছেন, কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা দুর্নীতি করে গত ১৫ বছর রাজভাড়ার লুটেছে। সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগে নিয়োগ, ঠিকা দেওয়ার নাম করে নেতা কর্মীদের দুর্নীতির কথা সকলেই জানে। ভুয়ো রেশন কার্ড থেকে শুরু করে ইন্দিরা আবাস যোজনার অধীনে দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসাসকারী মানুষের জন্য বরাদ্দ ঘরও কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা আত্মসাৎ করেছেন। এমন-কি সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক শিশুদের জন্য বরাদ্দ তাদের মুখ থেকে পুষ্টিকর আহারও কেড়ে নিয়েছেন কংগ্রেসের মন্ত্রী বিধায়ক নেতা কর্মীরা। এ ধরনের বহু অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তুলেছেন বিজেপির মুখপাত্র ফণী পাঠক। প্রেস বার্তায় তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকার দুর্নীতির সঙ্গে কখনও কোনও আপস করেনি। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পর্যায়ের অধিকারিক থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার, শীর্ষ প্রশাসক, ডিএফও, ডিরেক্টর, সার্কল অফিসার কাউকে ছাড়েনি এই সরকার। সবাইকে জেলে ঢুকিয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি এ-ও বলেছেন, কংগ্রেস যতই কৌশল করুক না-কেন, বিজেপিকে কখনও তাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, আসন্ন ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অসমবাসীর ভোটে ফের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বে জোট সরকার গঠন হবে। বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই একলক্ষ ভূমিহীন পরিবারকে জমি পাট্টা বিতরণ করেছে। বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপকে তিনি এযাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র ফণী পাঠক অভিযোগের সুরে এ-ও বলেছেন, কংগ্রেস দল বর্তমানে হতাশায় ভুগছে, তাই এঁরা বিভিন্ন উশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে সাঁকরাইলে অবরোধ এলাকাবাসীদের

ঝাড়্গাম, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : যোগাযোগের একমাত্র রাস্তার বেহাল দশ। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বারে বারে আবেদন নিবেদন করা হলেও কেউ কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। এই বর্ষায় আরও বেশি করে খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। একটু বৃষ্টিতেই হাঁটু সমান কাঁদা হয়ে যায়। তাই এক প্রকার বাধ্য হয়েই এদিন মঙ্গলবার সকালে সাঁকরাইল ব্লকের রোহিনী গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাহিচক রাস্তার মোড়ে অবরোধ শুরু করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পানমনিচক থেকে ধোবাশোল গ্রাম পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তার একেবারে বেহাল দশা। এদিন সকাল থেকে অবরোধ চলায় যান চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষজনেরা। পরে সাঁকরাইল থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে অবরোধ তুলে দেন। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘ দুবছর ধরে এই রাস্তার মেরামতের কাজ করা হয়নি। যার ফলে এই বর্ষায় রাস্তাটি আরও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতে পড়লে এই দিয়ে যাতায়াত করা যায় না বলেও অভিযোগ করেন বাসিন্দারা। রাস্তার দশা বেহাল হওয়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা শুরু করে অন্যান্য পরিষেবা পেতে বেগে পড়তে হচ্ছে কয়েকটি গ্রামের কয়েকশ বাসিন্দাদের।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে বারে বারে আবেদন নিবেদন করেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ।বর্তমানে এই রাস্তা দেখলে মনে হবে না এটা মানুষ চলাচলের রাস্তা। এবড়ো খেবড়ো হয়ে গিয়েছে রাস্তা। এই রাস্তার ওপর দিয়ে এক প্রকার বাধ্য হয়েই মানুষজনকে যাতায়াত করতে হয়। প্রায় দিনেই এই রাস্তার মধ্যে দুর্ঘটনা লেগে থাকে। এমনকি বেহাল রাস্তার ফলে অসুস্থ মানুষকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে ও ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়।

মঙ্গলবার শিক্ষা অর্ধিকর্তার অফিসে এসএফআই সমর্থকরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

যৌথবাহিনীর গুলিতে ধরাশায়ী নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ইউপিআরএফ-এর সেনাধ্যক্ষ মার্টিন গুইতে

ডিফু (অসম), ৬ অক্টোবর (হি.স.) : যৌথবাহিনীর গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছে কুকি জনগোষ্ঠীয় জঙ্গি সংগঠন ইউনাইটেড পিপলসরিভলিউশনারি ফোর্ট সংক্ষেপে ইউপিআরএফ-এর সেনাধ্যক্ষ মার্টিন গুইতের। কারবি আংলঙের সিংহাসন পাহাড়ে পুলিশ ও আধাসেনার যৌথ অভিযানে কুখ্যাত জঙ্গি মার্টিনের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার কারবি আংলঙের পুলিশ সুপার জানান, নির্ভরযোগ্য সূত্রের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোররাত প্রায় তিনটা নাগাদ মাঞ্জা থানার অন্তর্গত সিংহাসন পাহাড়ে আধাসেনা ও পুলিশের যৌথবাহিনী জঙ্গি-বিরোধী অভিযান চালায়। সেনার আগমন টের পেয়ে মার্টিনের দল আচমকা গুলি বর্ষণ করতে থাকে। জবাবে যৌথবাহিনীও গুলি বর্ষণ করতে থাকে। গোলাগুলিতে ধরাশায়ী হয় জঙ্গি সংগঠনের সেনাধ্যক্ষ মার্টিন গুইতে। মৃত জঙ্গির কাছ থেকে যৌথ বাহিনী একটি পিস্তল ও চার রাউন্ড সক্রিয় গুলি উদ্ধার করেছে। তার অন্য সঙ্গীরা পালিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছে। তাদের ধরতে আজ সারাদিন চিরুনি তালাশি চালানো হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রায় মাসখানেক আগে বোকাজান থানার অন্তর্গত টকে লাংসো জলপ্রপাত পার হওয়ার সময় অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত সাতজনের এক দলের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল ২০১১ সালে গঠিত জঙ্গি সংগঠন ইউপিআরএফ-এর সেনাধ্যক্ষ মার্টিন গুইতেকে। এমন-কি কয়েকজন জলপ্রপাত দর্শনার্থীর সঙ্গে সংগঠনটির সেনাধ্যক্ষ মার্টিন সেল্ফিও উঠেছিল বলে জানা গিয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা যে তিনটি কারণে জরুরি

স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামকে বেছে নেন। শরীরকে স্বাভাবিক কর্মক্ষম রাখতে শারীরিক ব্যায়ামের জুড়ি নেই. দেহকে অল্পবয়সে বুড়িয়ে ফেলতে না চাইলে প্রত্যেকের অবশ্যই নিয়ম মেনে প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা দরকার। কারণ শারীরিক ব্যায়াম অনেক ধরনের রোগ থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করে। কিন্তু সমস্যা হয় ব্যায়ামের সময় নিয়ে। কোন সময়টি ব্যায়ামের জন্য সব চাইতে বালো তা নিয়ে বিপদে পড়েন অনেকেই। অনেকের মতে সকালে ব্যায়াম সেরে নেয়া ভালো। কিন্তু ফিটনেস এক্সপার্টদের মতে সকালের চাইতে ভালো সময় সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলার ব্যায়ামের রয়েছে অনেক উপকারিতা। চলুন জেনে নিই সন্ধ্যাবেলার বায়াম করা যে কারণে জরুরি।

ভালো ঘুম হয়— সন্ধ্যাবেলা সময় ব্যায়াম করলে রাতের বেলা ভালো একটি ঘুম হয়। ঘুমের সময় শরীর ক্লান্ত হওয়া অনেক জরুড়ি. সন্ধ্যার সময় ব্যায়াম করলে দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং রাত হতে হতে আমাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে পরে। সুতরাং ভালো ঘুম হয়। যারা অনিদ্রায় ভুগেন তারা সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করে দেখতে পারেন। বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয় --- সকালবেলার ব্যায়াম আপনার দেহকে শুধুমাত্র সচল এবং সারাদিনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য করা হয়। কিন্তু আপনি যদি দেহের ফ্যাট ঝরাতে চান অর্থাৎ ওজন কমাতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যেবেলাকে বেছে নিতে হবে। এতে করে সারাদিনে আপনি যত ক্যালোরি গ্রহণ করেছেন তা ক্ষয় হবে। বালো বায়্যাম হয় --- সকালের ব্যায়ামের সময় অনেক তাড়াহুড়ো থাকে সেজন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করা যায় না। এতে করে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ হয় না। সুতরাং ভালো ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যাবেলাটাই বালো। এছাড়া অনেকে সন্ধ্যাবেলা সময় করে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করেন, এক্ষেত্রে বিনোদনের জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা হয়।

মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয়!

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ কর্ণ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে শক্তির প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতে। আর আমাদের যকৃৎও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক ফ্রুক্টোজ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ — দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, বাকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র ২০শতাংশ যকৃতে গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বিরূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, দিনের শেষে তার মোটে এক ক্যালারি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষে চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালিরি শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃতে জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ -২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তৃপ্তি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কর্ণ সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দুটির কারণে। এটি চিনির চেয়ে সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসডিএর মতে, গড়পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে। সাধারণ ফলমূল ও সবজিতেও আছে ফ্রুক্টোজ। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর নয়। যেমন, এক কাপ টমেটোতে আছে ২ দশমিক ৫ গ্রাম ফ্রুক্টোজ, কিন্তু এক কাপ সোডা বা কোমল পানীয়তে আছে ২৩ গ্রাম। সমস্যাটা সেখানেই। মিষ্টি, জুস, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক ইত্যাদিতে এত বেশি পরিমাণে ফ্রুক্টোজ আছে, যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছে ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ রক্তচাপ, ওজনাধিক্য, হৃদরোগের প্রকোপ। তাই মিষ্টি মানেই কিন্তু মিষ্টি নয়।

ডিপ্রেশন কমায় না ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড

বিগত গবেষণাগুলোতে মেজর ডিপ্রেশনের রোগীদের মাছের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড বিষন্নতার প্রাকৃতিক নিরাময়ক বলেই আমরা জানি। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ডিপ্রেশন কমায়, এর প্রমাণ খুব কম।

একহাজার চারশ মানসিক অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর পরীক্ষিত ২৬টি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা একথা বলেছেন।

তারা বলেছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ক্যাপসুল মানসিক রোগ নিরাময়ক ওষুধের তুলনায় কম ফলদায়ক। কিন্তু ডিপ্রেশন কমাতে এর গুণাগুণ খুব একটা জোরালো নয়। যুক্তরাজ্যের বোর্নমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার মূল লেখক ক্যাথরিন এপ্লিটন জানান, ডিপ্রেশনের ওপর ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিডের প্রভাব খুব নগণ্য বলেই আমরা মনে করি। এখন পর্যন্ত মেজর ডিপ্রেশন দূর করতে ওমেগা ৩ এর ফ্যাটি এসিডের প্রভাব খুব নগণ্য বলেই আমরা মনে করি। এখন পর্যন্ত মেজর ডিপ্রেশন দূর করতে ওমেগা ৩ এর উন্নতমানের কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি, যোগ করেন ক্যাথরিন। আরো বলেন, ডিপ্রেশন নিরাময়ক ওষুধের চেয়ে ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড মানসিক অবসাদ কিছুটা কমায়। কিন্তু এ দুটোর পার্থক্য খুবই কম।

ওমেগা ৩ফ্যাটি এসিড সাধারণত স্যালমন, টুনা, অন্য সামুদ্রিক খাবার, বাদাম ও কিছু বীজে পাওয়া যায়। গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। তবে চলিত গবেষণায় ডিপ্রেশন দূর করতে এর সক্রিয়তা খুব একটা নেই বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

বীর্যের উল্টামুখী প্রবাহ

রেট্রোগ্রেড অর্থাৎ বিপরীতমুখী বীর্যস্থান বলতে বুঝায় পুর্নতৃপ্তিতে বীর্য স্বাভাবিক ভাবে প্রস্রাবনালী দিয়ে বাহিরে না এসে মূত্রথলির দিকে চলে যাওয়া। উল্টোমুখী বীর্যপ্রবাহের সাথে যৌন উত্তেজনা তথা লিঙ্গোত্থান অথবা মিলনে চরমানন্দ পাবার সাথে কোন সম্পর্ক নেই. এটি শরীরে জন্য বিপদজনক নয় — তবে সন্তান জন্মদেবার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন কি কারণে হতে পারে? মূত্রথলি মুখের পেশির গঠনবিকৃতি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অধিক হস্তমৈথুন টিএমএস কিংবা অন্য কোন কারণে মূত্রথলি মুখ খোলা বন্ধ করা নিয়ন্ত্রক স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত কার্যকারিতা হারালে বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিপরীতমুখা বীর্যস্থলরেন অন্যান্য কারণ সমূহ --- মূত্রথলি মুখে অস্ত্রোপচার। মুষ্ক অন্ডকোষে অস্ত্রপ্রচার। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অন্ডকোষ বড় হয়ে যাওয়া কিংবা অন্ডকোষের কার্যপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। ডায়াবেটিসে কারণে স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া. স্পাইনাল কড তথা মেরুদন্ডে ইনজুরি। ইত্যাদি বিপরীতমুখী বীর্যস্থল এর লক্ষণ সমূহ— উল্টামুখী বীর্যস্থলনের অতি পরিচিত লক্ষণগুলো হল — বীর্যহীন চরমানন্দ খুব অল্প পরিমাণে বীর্য নির্গত হওয়া— পুরুষ বান্ধত্ব্য। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলনের চিকিৎসা পদ্ধতি— উল্টোধাবিত বীর্যস্থলনের চিকিৎসা এ রোগের কারণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়। এ সমস্যার কারণে যদি কোন ওষুধের পাশ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন যদি কোন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ঔষধ সেবন বন্ধ করতে হবে. বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন যদি কোন শারীরিক কারণে হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চরক্তচাপের প্রভাবে এ সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলনের সমস্যা— উল্টাধাবিত বীর্যস্থলনের বহুল প্রচলিত সমস্যা তথা প্রধান সমস্যা হল সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা। পুরুষ বান্ধত্ব্যের একটি অন্যতম কারণ হতে পারে উল্টাধাবিত বীর্যস্থলন।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এমন কয়েকটি খাবার

ত্বকের পরে লিভারের মানবদেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ যার জন প্রায় ৩ পাউন্ডের মত। হজমক্রিয়া পরিচালনা, বিপাকক্রিয়া, অনাক্রম্যতা এবং দেহে বিভিন্ন পুষ্টির সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকরে থাকে এই লিভার। বিশেষ এই অঙ্গটি দেহের কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিয়েথাকে যেগুলো মানবদেহের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সচল রাখতে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে যে খাবারগুলো খাওয়া প্রয়োজন। রসুন— রসুন লিভারকে এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে যা শরীর থেকেটক্সিন বের করে দেয়। এছাড়া রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিসিন এবং সেলেনিয়ামে নামক দুটি প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা লিভার পরিপাকে সহায়তা করে। গ্রিন টি— গ্রিন টিতে থাকা ক্যাটচিন নামক এক ধরনের উদ্ভিজ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লিভারের সামগ্রিক কাজ পরিচালনাকে সহায়তা করে থাকে। তাই এই গ্রিনটি টি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী। জাম্বুরা— জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎফাদনক উফপাদান এবং টক্সিন নির্মূলে লিভারকে সহায়তা করে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালগম— শালগমে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা লিভারের সার্বিক কাজে সহায়তা করে থাকে। সবুজ শাক— সবুজ শাকে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খাবারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং কীটনাশকের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে থাকে যা লিভারের জন্য বেশ উপকারী।

আভাকাডো--- আপনার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় আভাকাডোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে তা আপনার দেহে গ্লটাথায়ন নামক এক ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তৈরি করে যালিভারকে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ দেহ থেকে বের করে দিতে সহায়তা করে। ব্রকলি— ব্রকলি দেহে গ্লুকোসিনোলেট উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়েদেয় যেটি হজমে সহায়ক এনজাইম তৈরি করে। লেবু— এই বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চয়ই জানি যে সাইট্রাস জাতীয় ফল লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যা আমাদের দেহের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু এছাড়াও লেবু দেহের বিভিন্ন টক্সিন নির্মূল এবং হজমে সহায়তা করে থাকে। হলুদ— মশলা হিসেবে হলুদ খেলে তা আমাদের শরীরেরহজমে এবং পিত্তথলি পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এটি লিভারের প্রাকৃতিক ডেটক্স হিসেবে কাজ করে।

মূল্যবান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভরপুর হলুদ লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যেহেপাটাইটিস বি এবং সি এর ভাইরাস নির্মূলেও এই হলুদ অত্যন্ত সহায়ক। আখরোট— আখরোটে গ্লুটাথায়ন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে যা লিভার পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। আমলকি— আমলকির অনেক গুণাগুণ রয়েছে। আমলকি লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং হজমে সহায়তা করে।

পা থেকে মুক্তি পেতে যা করবেন

পা ঘামা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেই ঘামার মাত্রা যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে আপনার কপালে দুর্ভোগই আছে বলতে হবে। অতিরিক্ত ঘাম থেকে যে দুর্গন্ধ তৈরি হয় তাতে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যেতে পারেন আপনি। তবে আপনি একটু সচেতন হলেই পা ঘাম থেকে মুক্তি পেতে পারেন। জেনে নিন হাত পা ঘামার কারণ সাধারণত মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকে আপনার হাত পা ঘামতে পারে। এছাড়া শরীরের ভেতরের ভারসাম্যহীনতাও আপনাকে ঘর্মাক্ত করে তোলবে। বংশঘতভাবে এ রোগ থাকাও হাত পা ঘামার কারণ। কেন হয় পায়ের দুর্গন্ধ। পায়ের ঘাম পায়ের দুর্গন্ধের প্রধান কারণ। ঘেমে যাওয়ার ফলে পায়ে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এক সময় এই ব্যাকটেরিয়া পায়ে আক্রমণ করে। দীর্ঘক্ষণ পা এই অবস্থায় থাকলে পায়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। জুতো মোজা নিয়মিত না পরিষ্কার করলেও দুর্গন্ধ তৈরি হতে পারে।

রোধ করুন সহজেই—

পা সবসময় পরিষ্কার রাখুন।

বাইরে থেকে এসেই পা ধুয়ে ফেলুন। এক্ষেত্রে শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। পা ধোয়ার পর শুকনো তোয়ালে দিয়ে পা মুছে ফেলুন। মোজা প্রতিদিন ধুয়ে ফেলুন। ধোয়ার পর ভালো মতো শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করুন। নিয়মিত জুতো পরিষ্কার রাখুন। চাইলে জুতায় মাঝে মধ্যে পাউডার দিয়ে রাখতে পারেন। মাঝে মধ্যে জুতো রোদে দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। সম্ভব হলে কয়েক জোড়া জুতো এবং মোজা ব্যবহার করুন। সুতি মোজা ব্যবহার করলে ভালো কারণ সুতি মোজা ঘাম শুষে নেয়। বাজারে ঘাম শুষে নেয় এমন জুতোও পাওয়া যায়। চাইলে এমন জুতো ব্যবহার করুন।

যে বাজে অভ্যাস ক্ষয় করে দিচ্ছে আপনার দেহের হাড়

আমাদের দেহোর হাড়ের তৈরি কঙ্কাল দেহকে সঠিক আকারে এবং সঠিকভাবে চলাচলে সহায়তা করে তাকে। হাড় দিয়েই আমাদের দেহের স ঠিক কাঠামো তৈরি। হাড় না থাকলে আ মাদের দেহ কি ধরনের হতো তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমরা হাড়ের যত্নে তেমন কিছুই করি না।

বরং এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের হাড়ের জন্য অনেক বে শি ক্ষতিকর। হ াড়ের রে াগগুলোর মাঝে অস্টিপোরোসিস বর্তমানে সব থেকে বেশি নজরে পড়ে।

এই রোগটির কারণে হাড়ের মজবুত গঠন নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আমাদেরই কিছু বদঅভ্যাসের কারণে হাড়ের ক্ষতি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিছু অভ্যাস হাড়ের ক্ষয় করে চলেছে যার কারণে দেহে বাসা বাঁধছে হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যা।

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়া—

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি আমাদের হাড়ের গঠন মজবুত করে। যদি এগুলো পরিমিতি খাওয়া না হয় তাহলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বাড়ে এবং হাড় ক্ষয় হয়। অল্প বয়সেই হ াড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যায় পড়তে হয়।

একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকা— একটানা অনেকটা সময় বসে থাকার অভ্যাস যদি নিয়মিত পালন হয় তাহলে তা আপনার হাড় ক্ষয় করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতিরিক্ত সফট ড্রিংকস পান করা—

ছেলেবুড়ো সকলেরই পছন্দের পানীয় সফট ড্রিংকস পান করে থাকে। কিন্তু এই সফট ড্রিংকস প্রতিনিয়ত হাড় ক্ষয় করে চলেছে। এসব ড্রিঙ্কসে রয়েছে ফসফরিক এসিড যা প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহের ক্যালশিয়াম দূর করে দেয়। যার ফলে ক্ষয়ে যেতে থাকে অস্থি।

স্টেরয়েড ব্যবহার করা—

অনেকেই বডি বিল্ডিংয়ের জন্য বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় স্টেরয়েড ব্যবহার করেন যা হাড় দুর্বল করে ফেলে। অনেকটা সময় ধরে স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে হাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

মঙ্গলবার আগরতলায় এআইইউটিইউসি আই ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

কাজে ফেরানোর দাবীতে দুর্গাপুর ইস্পাতের স্ল্যাগব্যাঙ্কের ঠিকাশ্রমিকদের লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : চুক্তির মেয়াদ শেষ। লকডাউনে হয়নি নতুন টেন্ডার। কর্মহীন শতাধিক ঠিকাশ্রমিক। নতুন করে কাজের দাবীতে আবারও লাগাতার আন্দোলনে নামল পশ্চিম বর্ধমান দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের ১৪৭ জন বি-লিস্ট ভুক্ত ঠিকাশ্রমিক। "সেভ স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্টার্স ওয়ার্কার্স কমিটি" নামে যৌথমঞ্চ গঠন করেছে শ্ররমিকরা। আর ওই মঞ্চে সামিল হল শাসক-বিরোধী সমস্ত শ্রমিক সংগঠন। দুর্গাপুর ইস্পাতের মেনগেট এলাকায় গত দুদিন ধরে নিয়ম করে চলছে তাদের অবস্থান বিক্ষোভ।

ঘটনায় জানা গেছে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার স্ল্যাগ ব্যাঙ্কে বি-লিস্ট ভুক্ত ১৪৭ জন ঠিকাশ্রমিক ছিল। গত মার্চ মাসে ওই ঠিকাসংস্থার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ফলে কর্মহীনি হয়ে পড়ে ওইসব ঠিকাশ্রমিকরা। কর্মহীন তার ওপর লকডাউন। ফলে কর্মহীন হয়ে পড়ায় চরম সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে ওইসব ঠিকাশ্রমিকরা। কাজে পুনরবহালের দাবীতে "সেভ স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্টার্স ওয়ার্কার্স কমিটি" নামে যৌথমঞ্চ গঠন করেছে শ্রমিকরা। দুর্গাপুর ইস্পাতের মেনগেট এলাকায় গত দুদিন ধরে নিয়ম করে চলছে অবস্থান বিক্ষোভ। এবার ওই বিক্ষোভে সামিল হল সিটু, আইএনটিইউসির পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসি শ্রমিক সংগঠন। সামিল হয় বিধায়ক তথা আইএনটিটিইউসির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ পাড়িয়াল।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ,' গত ৭ মাস ধরে নতুন করে টেন্ডার না হওয়া আতঙ্কে রয়েছি। অনুমান স্ল্যাগব্যাঙ্ক বন্ধ করবে সংস্থা। আর সেই আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে কর্মহীন শ্রমিকদের। তাদের দাবী, ' চুক্তি অনুযায়ী আমাদের মত বি-লিস্ট ভুক্ত ঠিকাশ্রমিকদের কারখনার অন্যত্র নিয়োগ করতে হবে। তার দক্ষতা আছে আমাদের। সেটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। অতীতে স্থায়ীকরনও করা হয়েছে বেশ কিছু শ্রমিককে। তারপরও কেন অন্যত্র পুনরবহাল করছে না বুঝতে পারছি না। কর্মচ্যুত হয়ে চরম সঙ্কটে দিন কাটছে। জমানো টাকা শেষ। লকডাউনে সংসার চালাতে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছি। আমাদের প্রতি অবিচার হচ্ছে। তাই কাজে ফেরানোর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। পুনরবহাল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।' সিটু নেতা বিশ্বরূপ বন্দোপাধ্যায় জানান, ' গত মার্চ থেকে কর্মহীন। দীর্ঘ ২৬-২৭ বছর ধরে কাজ করছে। চুক্তি অনুযায়ী কারখানার নোটিফায়েড এলাকায় স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের ওইসব ঠিকাশ্রমিক ডিএসপির অন্যত্র কাজে বহাল করতে পারে। কর্মহীন ওইসব শ্রমিকরা যথেষ্ট দক্ষ। কারখানায় উৎপাদনের নিরিখে চাহিদা রয়েছে ওইসব দক্ষ শ্রমিকদের। তাই তাদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হোক।'

বিধায়ক তথা আইএনটিটিইউসির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ পাড়িয়াল জানান,' বঞ্চিত শ্রমিকদের কোন রং হয় না। চুক্তি অনুযায়ী তাদের ছাঁটাই করতে পারে না কর্তৃপক্ষ। যথেষ্ট দক্ষ শ্রমিক তারা। তাই তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে পুর্ন সমর্থন রয়েছে আন্দোলনে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মুখে মানবিক হলেও কাজে নিরব। মুখ আর মুখোশ বোঝা যাচ্ছে না। তাই দাবী রাখছি, স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের ওইসব বি-লিস্ট ভুক্ত কর্মহীন শ্রমিকদের দ্রুত অন্যত্র বহাল করা হোক।' যদিও এবিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চায়নি দুর্গাপুর ইস্পাত কর্তৃপক্ষ।

মহাকরণ অভিযানে অংশ নিতে আসছেন যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্য

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিজেপি-র প্রস্তাবিত মহাকরণ অভিযান সফল করতে উদ্যোক্তাদের তরফে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সৌমিত্র খাঁ, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু প্রমুখ বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

সৌমিত্রবাবু বলেন, মহাকরণ অভিযানে অংশ নিতে আসছেন যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্য। আমাদে আটকানোর নানা চেষ্টা হবো। বিভিন্ন জেলায় সমর্থকদের আসার জন্য বাস না বরাদ্দের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। আমরাও পুলিশ-প্রশাসনকে অনুরোধ করব আমাদের না আটকানোর। কারণ, যেভাবেই হোক আমাদের ছেলেরা আসার চেষ্টা করবেই।

সৌমিত্রবাবু বলেন, পুলিশ আটকাবেই। আমাদের ছেলেরাও প্রস্তুত। হাওড়ায় অপরাধীদের মোতায়েনের চেষ্টা হচ্ছে বলে শুনেছি। আমরা দলের পতাকা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করব। সায়ন্তনবাবু বলেন, "আমরা গণতান্ত্রিক পথে, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে চাই। আমাদের দিক থেকে যেমন প্ররোচনা থাকবে না, আশা করব উল্টো দিক থেকেও আমাদের প্ররোচিত করার চেষ্টা হবে না। তবে, উল্টোদিক থেকে আক্রমণ এলে, বোমা পড়লে আমাদের সবাই গান্ধীজী হয়ে যাবে, এটা ভাবা ভুল।

চারটি মিছিল রওনা হবে নবান্ন অভিমুখে। বিজেপি সদর দফতর থেকে একটি মিছিল যাবে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে। তেজস্বী সূর্যর নেতৃত্বে মিছিল যাবে হাওড়া ময়দান থেকে। হেস্টিংস থেকে মিছিল যাবে দলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়ের নেতৃত্বে। সায়ন্তন বসু ও অপর কিছু নেতা থাকবেন সাঁতরাগাছি থেকে রওনা হওয়া মিছিলে।

এসআই পরীক্ষা কেলেংকারি ক্ষমতাসীন বিজেপিকে ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে তুলনা সাংসদ গৌরবের

গুয়াহাটি, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : অসম পুলিশের এসআই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগ কেলেংকারির মূল অভিযু তথা মাস্টারমাইন্ড প্রশান্ত কুমার দত্তকে গ্রেফতার করার খবরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছ কলিয়াবরের কংগ্রেসি সাংসদ গৌরব গগৈ। মঙ্গলবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ রাজ্যে শাসক দল বিজেপিকে ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তিনি বলেন, যা হচ্ছে তা সবটাই রচিত নাটক। বিজেপি নেতা দিবন ডেকাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাঁর কাছ থেকে পুলিশ আজ পর্যন্ত কী কী তথ্য বের করতে পেরেছে জানতে চেয়েছেন তিনি। বলেন, যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তারা বিজেপিতে আশ্রয় পায়, তার পর কিছুদিন পর এরা হিরোও হয়ে যায়।

গৌরব আরও বলেন, প্রশান্ত কুমার দত্ত যখন অসমে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি কারও হাতের রিমোট কন্টোলে ছিলেন। এই দুর্নীতির সিবিআই তদন্ত অবশ্যই হওয়া উচিত। একমাত্র তখনই আসল সত্য প্রাকাশ্যে আসবে, মন্তব্য করেছেন সাংসদ গগৈ।

প্রসঙ্গত, এসআই দুর্নীতির অন্যতম পাণ্ডা দিবন ডেকাকে মঙ্গলবার আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আদালত ৬ দিনের সিআইডি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

অসমের সাংবাদিকদের এককালীন অনুদান মিডিয়া ফেলোশিপের জন্য দরখাস্ত আহ্বান

শিলচর (অসম), ৬ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের সাংবাদিকদের ৫০ হাজার টাকার এককালীন অনুদান হিসাবে ২০২০-২১ অর্থ বছরের মিডিয়া ফেলোশিপের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ। ন্যূনতম ১৫ বছরের সাংবাদিকতার কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইচ্ছুকরা এই প্রকল্পের অধীনে আগামী ২৭ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইনে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে পারবেন।

এক প্রেস বিবৃতিতে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের বরাক উপত্যকার রিজিওনাল ডেপুটি ডিরেক্টর সাবির নিশাত জানিয়েছেন, আবেদনকারী সাংবাদিকদের বয়স হতে হবে ৪০ বছর। তিনি বলেন, বার্ষিক ৫ লক্ষের কম আয়সম্পন্ন সাংবাদিকদের উল্লেখযোগ্য সফলতা ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার কাজে উৎসাহ জোগাতে সরকার প্রতি বছর রাজ্যের কুড়িজন সংবাদকর্মীকে এই প্রকল্পের আওতায় মিডিয়া ফেলোশিপের এককালীন ৫০ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করে আসছে। এ ব্যাপারে বিশদ জানা যাবে অসমের তথ্য ও জনসংযোগ অধিকরণের ওয়েব সাইটে।

পুজোর দিন এগোতেই জোরকদমে চলছে ৬৬ পল্লীর মণ্ডপ তৈরির কাজ

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : সময় বলছে হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই সপরিবারে মর্তে আগমন ঘটবে এই মা দূর্গার। এরই মাঝে জোরকদমে চলছে প্যান্ডেল তৈরীর কাজ। পুজোর দিন এগোতেই জোরকদমে এগোচ্ছে ৬৬ পল্লী পুজোর মন্ডপ তৈরীর কাজ। চলতি বছর ৬৬ পল্লির ভাবনায় ফুটে উঠবে "অপরাজিত"। এই বছর ৭০ তম বর্ষে পা দিল ৬৬ পল্লি।সেইসঙ্গে তাঁদের অভিনব ভাবনা হল, 'ড্রাইভ ইন দর্শন'।

পুজোর টাকা নিয়ে দলাদলি বরদাস্ত করব না, দলীয় নেতৃত্বকে বার্তা মমতার

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : আমফানের ত্রাণের টাকা বিলি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ যেন দগদগে ঘা। বিধানসভা নির্বাচনে তা ধাওয়া করবে। তাই সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর টাকা নিয়ে কোনও রাজনীতি বা আমরা-ওরা করা যাবে না বলে দলের নেতাদের স্পষ্ট বার্তা দিলেন।

পুজোর টাকা বন্টনের দায়িত্ব পুলিশের হাতে দিয়ে তিনি মঙ্গলবার খড়গপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে বলেন, 'এই টাকা যেন সকলকে দিয়ে দেওয়া হয়। এখানে যেন কোনও দলাদলি না করা হয়। সেই কারণেই আমি এই টাকা দলের লোক কিংবা বিধায়ক-সাংসদদের দিয়ে দিচ্ছি না। এই টাকা পুলিশের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।" এই সঙ্গে জানিয়ে দেন এখানে যেন শুনতে না হয়, এ টাকা পেয়েছে, এ টাকা পায়নি। যেন শুনতে না হয় এই পঞ্চায়েত সদস্যের বারণে টাকা দেওয়া হয়নি।'

উল্লেখ্য, এবার করোনার আবহে রাজ্যের সব পুজোগুলিকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে ১০ বছরের বেশি সময়ের পুজোগুলিকেও ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।পাশাপাশি, এই পুজো কমিটিগুলিকে করোনা নিয়ে আরও প্রচার চালানোর আর্জিও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

জঙ্গলমহলে নিখোঁজদের পরিবারকে বড় সহায়তা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : জঙ্গলমহলে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে যারা নিখোঁজ তাঁদের পরিবারকে এককালীন ৪ লক্ষ টাকা ও পরিবারের একজন সদস্যের স্পেশ্যাল হোমগার্ড পদে চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার আবারও জেলা সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই দিনের এই জেলা সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন খড়গপুরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে। আর সেই বৈঠকেই কার্যত এই কোভিডকালেও দরাজ হস্ত হলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুঝিয়ে দিলেন পরিস্থিতি যাই হোক না কেন উন্নয়ন থমকে যাবে না।

জঙ্গলমহলের কয়েকশো মানুষ বাম জমানায় মাও হামলায় নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁদের সন্ধান আজও মেলেনি। তাঁদের পরিবারগুলি রীতিমত দুর্দশার মধ্যে ছিলেন। এইবার মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় তাঁরাও উপকৃত হবেন। কার্যত নতুন জীবন দিল ওইসব পরিবারকে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, রাজ্যের মাওবাদী এলাকায় ৫ বছরের বেশি সময় ধরে যে সব তরুণ-তরুণী হোমগার্ডের চাকরি করছে তাঁদের এবার স্থায়ী কনস্টেবল পদে উন্নিত করা হচ্ছে। বস্তুত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে ছয়ের পাতায়

সার্ভিস রোড মেরামতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাজে ঢিলেমি, ক্ষুব্ধ সাংসদ চিঠি লিখলেন পরিবহন মন্ত্রীকে

দুর্গাপুর, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : বর্ষায় ভেঙে পড়েছে ২ নং জাতীয় সড়কের সার্ভিস লেন। খানাখন্দে যেন মরণফাঁদ। বেহাল সার্ভিস লেনে নাকাল সাধারন মানুষ। খবর পেয়ে দ্রুত সংস্কারের জন্য সড়ক কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন। কিন্তু কাজ না হওয়া সড়ক কর্তৃপক্ষের কাজে ক্ষুব্ধ বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। দ্রুত সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় পরিবহনমন্ত্রীকে চিঠি লিখেলন সাংসদ।

প্রসঙ্গত, গত ছ"মাস ধরে ২ নং জাতীয় সড়কের পানাগড় থেকে রানীসায়র মোড় পর্যন্ত সার্ভিস লেনগুলি বেহাল। বর্ষার বৃষ্টিতে আরও ভেঙে পড়ে সার্ভিস লেনগুলি। কোথায় পিচের স্তর উঠে আস্ত জলাশয়ে পরিনত হয়েছে। খানাখন্দে ভরা সার্ভিস লেনে প্রায় দিনই দুর্ঘটনার শিকার সাধারন মানুষ থেকে যান চালকরা। সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী থেকে গাড়ী মালিকরা। তাদের অভিযোগ,'মোটা টাকা টোল নিলেও জাতীয় সড়ক ভাঙাচোরা। প্রায়ই গাড়ীর যন্ত্রাংশ ক্ষতি হচ্ছে। টোল দেওয়ার পরও পরিষেবা ভাল নেই।' করোনা আবহে বেহাল সড়কের খবর পায় বর্ধমান-দুর্গাপুর সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। খবর পেয়ে দ্রুত বিপদজ্জনক স্থানগুলি মেরামতের জন্য বলেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ সাংসদ গত ২২ সেপ্টম্বর চিঠি লেখেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নিতিন গড়করিকে। এবং একই সঙ্গে কপি পাঠান জাতীয় সড়ক কোলকাতা দফতরে। এদিকে বেহাল সার্ভিস রোডে ওষ্ঠাগত প্রান সাধারন মানুষের। এমনকি হাইওয়ের মুল রাস্তাও "পট হোল" এ ভর্তি। আবার কোথায় রাস্তা বসে উুনীচু ঢেউ খেলানো অবস্থা। তার ওপর দীর্ঘদিন ধরে পথবাতি মুখথুবড়ে পড়েছে। নামেই সাজানো পথবাতি। রাতের অন্ধকারে জ্বলে না। সব মিলিয়ে রাতের সড়ক যেন বিভীষিকা। তবে ক্ষুব্ধ সাংসদের চিঠি পেয়ে নড়ে চড়ে বসে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে সার্ভিস লেনগুলি সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছে সড়ক কর্তৃপক্ষ। সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া জানান,' গত জুন মাস থেকে ২ নং জাতীয় সড়কের সার্ভিস লেনগুলি সংস্কারের জন্য বলেছি। এমনকি সংস্থার ঠিকাদারদের সঙ্গে কথা বলেছি। ব্যাবস্থা না নেওয়ায় গত সপ্তাহে সড়ক পরিবহনমন্ত্রীকে চিঠি দিলাম। একই সঙ্গে সড়ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়েছি।

তার জবাবে সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের একটি চিঠি পেয়েছি। আমার উল্লেখ করা রানীসায়র মোড় থেকে পানাগড় পর্যন্ত বেহাল হওয়া ১০ গুরুত্বপুর্ন জায়গায় দ্রুত কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছে। আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত সার্ভিস লেনগুলি সংস্কার করবে। এবং জনগনের অসুবিধা যাতে না হয় তার দেখভাল করবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।'

দৈনিক আক্রান্ত ও মৃত্যুতে নতুন রেকর্ড রাজ্যে

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : রোজ নতুন করে দৈনিক করোনা আক্রান্তের রেকর্ড তৈরি হচ্ছে রাজ্যে। মঙ্গলবার আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। গত দু"মাস ধরে মৃত্যুর সংখ্যা ৬২ ঘরে ঘোরাফেরা করছিল। তবে আজকে সেই সংখ্যা পেরিয়ে হয়েছে ৬৩ জন। যা এই যাবত সর্বাধিক। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ৩৩৭০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মোট পরীক্ষিত নমুনার ৭.৯৬ শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

নতুন করে সংক্রমণের হার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রশাসনের চিন্তা বাড়াচ্ছে। সংক্রমণ বাড়ার তুলনায় দৈনিক সুস্থতার সংখ্যাও কমেছে। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০৩৬জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.৯৮শতাংশ। রাজ্যে সুস্থতার হার যে মন্থর তা বলাই বাহুল্য ।তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৭হাজার ৯৮৮জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৭৭হাজার ৪৯জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৪৩হাজার ৭৪৩জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৩১৮জনের। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা শহরে ৭৪২ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০হাজার ৬০৮টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৩০জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫২হাজার ৭৬৬জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১৬জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৭৯৯জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬০৪৩জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭১২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৫৭জন।এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২ হাজার ৩৮২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৪লাখ ৮০হাজার ৫১০টি। এখন রাজ্যে ৮৭টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী

শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু নিজের শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে এখনো পর্যন্ত হোম কোয়ারান্টিনে রয়েছেন তিনি। নিজের টুইট বার্তায় বেঙ্কাইয়া নাইড সেই সকল শুভানুধ্যায়ীদের অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন যারা তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে। বর্তমানে বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলছেন। নিয়মিত চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে চলেছেন উপরাষ্ট্রপতি। আগের তুলনায় কিছুটা সুস্থ বলে তিনি জানিয়েছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২৯ সেপ্টেম্বর উপরাষ্ট্রপতির করোনা রিপোর্ট পজেটিভ আসে। তার শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া যায়। যদিও করোনা সংক্রান্ত কোনো লক্ষণ তার শরীরে ফুটে ওঠেনি। বর্তমানে বাড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি সুস্থ রয়েছেন।

মহিলা নির্যাতন থেকে হাথরসের ঘটনার প্রতিবাদে বাম কংগ্রেসের ধিক্কার মিছিল

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : হাথরস গণধর্ষণ কাণ্ডে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এরই মাঝে মঙ্গলবার রাজ্যে মহিলা নির্যাতন থেকে উত্তরপ্রদেশের হাথরসের ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মতলায় পথে নামল বাম কংগ্রেস। এদিন মিছিলে পা মেলায় বাম কংগ্রেস যৌথভাবে।

বাম কংগ্রেসের ধিক্কার মিছিল শুরু হয় ধর্মতলা থেকে শেষ হয় পার্ক সার্কাসে। লম্বা মিছিলে পা মেলালেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিআইএম নেতা মহম্মদ সেলিম কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান সহ আরও অনেকে। এদিন মিছিল থেকে সিপিআইএম নেতা মহম্মদ সেলিম বিজেপি নেতা মনিশ শুক্লার খুনের প্রসঙ্গ টেনে সুর চড়িয়ে বলেন "বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এরাজ্যে মমতা-মুকুল এক কোম্পানি ছিল। এখন আলাদা হয়েছে। সবটাই দখলের রাজনীতি। আর এরই পরিণতিতে টিটাগড়ের ঘটনা"।

শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে , জ্বর কমে গিয়েছে করোনা আক্রান্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বোসের অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার সকালে অভিনেতাকে ভর্তি করা হয়েছে ইএম বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে। করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত সৌমিত্র। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ভালো আছেন করোনা আক্রান্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। যখন অভিনেতা ভর্তি হয়েছিলেন তখন মৃদু জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে,আপাতত তার জ্বর নেই। অক্সিজেনের মাত্রাও এখন স্বাভাবিক। শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। অভিনেতার বুকের এক্স-রে করা হয় এদিন। তবে, রিপোর্টে ফুসফুসে সংক্রমণের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

জানা গিয়েছে, গতকাল সোমবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আর মঙ্গলবার পরিবারের সদস্যরা বেলা ১১টা নাগাদ অভিনেতাকে ইএম বাইপাসের ধারে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। গত বছর নিউমোনিয়ার সংক্রমণ ধরা পড়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। শ্বাসকষ্ট নিয়ে রুবি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল প্রবীণ অভিনেতাকে। আর এবার করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বেলভিউ হাসপাতালে। পরিবার সূত্রেই খবর, দীর্ঘদিন ঘরেই তিনি সিওপিডি-তে আক্রান্ত ছিলেন। অভিনেতার বয়সের কথা মাথায় রেখে তাঁর অন্যান্য শারীরিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন চিকিৎসকেরা।

সৌর্যবতীরূপে এবার উল্টোডাঙা বিধানসঙ্ঘে ধরা দেবেন দেবী দুর্গা

কলকাতা,৬ অক্টোবর (হি. স.) : দোরগোড়ায় বাঙালির মহোৎসব দুর্গাপুজো। গোটা কলকাতা জুড়ে চলছে প্যান্ডেল বানানোর কাজ। ভালো থেকে আরও ভালো হয়ে ওঠার লড়াইয়ে প্রতি বছর এক একটা পুজো কমিটি নিত্য নতুন ভাবনা নিয়ে হাজির হয়। এই বছরও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। করোনা আবহে সবকিছুতে ভাঁটা পড়লেও উল্টোডাঙা বিধানসঙ্ঘের মণ্ডপে এই বছর সৌর্যবতীরূপে ধরা দেবেন মা দুর্গা।

প্রতিবছরই উত্তর থেকে দক্ষিণ থিম বনাম সবেকিতে মজে ওঠে মহানগরী। কে হবে সেরার সেরা সেই লড়াইতে মেতে ওঠে পুজো প্যান্ডেল গুলো। আর এই বছর ৫২ তম বর্ষে পা দিল উল্টোডাঙা বিধানসঙ্ঘ। মা দুর্গাকে এবার তারা তুলে ধরছেন সৌর্যবতীরূপে।লখনউয়ের চিকনের কাজে সেজে উঠছে গোটা প্যান্ডেল। করোনা কঠিন পরিস্থিতিতে অভিনবত্বের ছোঁয়া থাকছে উল্টোডাঙা বিধানসঙ্ঘের মণ্ডপে।

ধান কেনার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়াচ্ছে রাজ্য

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.): চলতি খরিফ মরশুমে রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করছে। এমনটাই খবর খাদ্য দফতর সূত্রে। চলতি ২০২০-২১ খরিফ মরশুমে ১ হাজার ৮৬৮ টাকা কুইন্টাল হিসাবে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হবে বলে খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।নভেম্বরের ২তারিখ থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে।

গতবছর এই হার ছিল ১ হাজার ৮৫৫ টাকা। এছাড়াও কৃষকরা কেন্দ্রীয় ক্রয় কেন্দ্রে এসে সরাসরি ধান বিক্রি করলে তাদের কুইন্টাল প্রতি আরও কুড়ি টাকা করে উৎসাহ মূল্য দেওয়া হবে। এইজন্যে সব জেলায় প্রাথমিকভাবে ২৯৩ টি কেন্দ্রীয় ধান ক্রয় কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। একজন কৃষক সর্বাধিক ৯০ কুইন্টাল পর্যন্ত ধান বিক্রয় করতে পারবেন। এই জন্য গত ১ অক্টোবর থেকেই নতুন কৃষক বন্ধুদের নাম নিবন্ধীকরণ শুরু হয়েছে। কোভিড অতিমারীর জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে কৃষকরা অন্নদাত্রী মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেও নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে।

রামবিলাস পাসোয়ানের দ্রুত আরোগ্য কামনা অধীর চৌধুরীর

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন অধীর চৌধুরী।

কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহমন্ত্রী, লোক জনশক্তি সভাপতি এবং আটবারের সাংসদ বিহারের রামবিলাস পাসোয়ান আপাতত দিল্লির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সম্প্রতি তাঁর হৃৎযন্ত্রে অস্ত্রোপচার হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টুইটে অধীরবাবু তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভাল ফল করবে দল, আশা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফল করার ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপি নেতৃত্ব। পাশাপাশি গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশে উপনির্বাচনগুলিতেও ভালো ফল করবে দল বলে মনে করে গেরুয়া শিবির।মঙ্গলবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা দলের নতুন কার্যকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।এই বৈঠক প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির মুখপাত্র দুষ্মন্ত কুমার গৌতম জানিয়েছেন, বৈঠকে বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং একাধিক রাজ্যে উপনির্বাচন নিয়ে দলের রণকৌশল সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে। বিহার বিধানসভা নির্বাচন ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাটে ৫৮ টি আসনের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।এই আসনগুলিতে অভিযোগে ভালো ফল করবে।বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে বিজেপি।

করোনা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন সে বিষয়টিও বৈঠকে উঠে আসে।এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা হয়। ভারতে বর্তমানে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৮৫ শতাংশ।মৃত্যুর হার নেমে দাঁড়িয়েছে ১. ৫ শতাংশে।সংকটের এই পরিস্থিতিতে জনগণের মাঝে ছিল বিজেপি নেতারা।বিজেপি কিষাণ জাগরণ অভিযান প্রতিটা ঘরে নিয়ে যাবে।নতুন কৃষি আইন সম্পর্কে দেশবাসীকে জাগ্রত করতে হবে।কিন্তু দেশকে বিভ্রান্ত ক্রমাগত করে চলেছে কংগ্রেস। নতুন সময় মহিলা এবং পুরুষদের সমানাধিকার নিশ্চিত করবে।অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরও পেনশন প্রদান করা হবে।

কি হয়েছিল সুশান্তের, প্রকাশ্যে আনুক সিবিআই : অনিল দেশমুখ

মুম্বই, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ জানিয়েছেন, সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করার সময় সিবিআইয়ের হয়েছে। সিবিআইয়ের উচিত জনসমক্ষে বিবৃতি দিয়ে সত্য প্রকাশে আনুক। ইতিমধ্যেই এইমস নিজেদের রিপোর্ট সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে। এইমসের তরফে আত্মহত্যার দাবি করা হয়েছে।

অনিল দেশমুখ আরো জানিয়েছেন মুম্বই পুলিশ পেশাদারিত্বের সঙ্গে আত্মহত্যার অ্যাঙ্গেলকে ভর করে তদন্ত করে যাচ্ছিল। সেই সময় বিরোধীরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি করে বিভ্রান্ত ছড়িয়েছে যাচ্ছিল। ছয়ের পাতায়

কৃষি আইন আসলে কৃষকদের উপর হামলা : রাহুল গান্ধী

পাটিয়ালা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): কৃষি আইন নিয়ে ফের মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। কৃষি আইন আসলে কৃষকদের উপর হামলা, এমনই দাবি করে মঙ্গলবার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেন, "মোদী সরকারের কৃষি আইনের ফলে খাদ্য সুরক্ষার বিদ্যমান কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে। পঞ্জাবের মতো রাজ্য সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে। এই আইন আসলে কৃষকদের উপর হামলার সামিল।" মঙ্গলবার পঞ্জাবের পাটিয়ালায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাহুল গান্ধী। পাটিয়ালায় হাথরাস মামলা ও হাথরাসে যাওয়া প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেন, "নির্যাতিতার পরিবারকে আমি বোঝাতে চেয়েছি, তাঁরা এক নন। আমরা তাঁদের পাশি আছি....উত্তর প্রদেশ প্রসাশন ওই পরিবারকে টার্গেট করেছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একটি কথাও বলেননি।"

মোদী সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল ছোট ও মাঝারি ব্যবসা, শ্রমিকদের কর্মসংস্থান দিয়ে থাকে, কিন্তু লকডাউনের সময় ছোট ও মাঝারি ব্যবসাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে মোদী সরকার। ফেব্রুয়ারি মাসেই কোভিড-১৯ নিয়ে আমি সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা বলেছিল আমি নাকি মজা করছি। সংসদে কৃষি বিল পাশ হওয়ার সময় বিদেশে কী করছিলেন রাহুল গান্ধী, শিরোমনি অকালি দলের এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এদিন সাংবাদিকদের রাহুল জানান, "মেডিক্যাল চেক-আপের গিয়েছিলেন মা, কিন্তু আমার বোন মায়ের সঙ্গে যেতে পারেননি, যেহেতু তাঁর কয়েকজন স্টাফ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মায়ের সঙ্গে আমাকে যেতে হয়েছিল। আমি তো তাঁর ছেলে এবং আমাকেই তো মাকে দেখতে হবে।" প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে রাহুল এদিন বলেন, "আপনারা কী জানেন আমাদের ভূখণ্ডের একটি অংশ চিন কী কারণে দখল করতে পেরেছিল? আসলে চিন ভালোভাবেই জানে, এমন একজন ব্যক্তি শীর্ষে বসে আছেন, যিনি শুধুমাত্র নিজের ভাবমূর্তি নিয়েই চিন্তিত।"

করোনা আবহে ঠাকুর দেখতে এবার গানের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা ইন্দ্রনীল সেনের

কলকাতা,৬ অক্টোবর (হি. স.) : শহরজুড়ে মম করছে পুজো পুজো গন্ধ। ক্যালেন্ডার বলছে হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকটা দিন। কারণ চলতি মাসের শেষেই দূর্গাপুজো। কিন্তু চলতি বছর করোনা কাঁটায় সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। কিন্তু কলকাতায়তো পুজো হবে। তবে এই বছর ঠাকুর দেখার ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একাধিক নিয়মাবলী। আর এবার শহরবাসী কে সচেতন করতে ঠাকুর দেখতে কি কি নিয়মাবলী মানতে হবে তা গানের মাধ্যমে তুলে ধরলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা ইন্দ্রনীল সেন।

যথাসময় বাড়ছে ততই যেন জাঁকিয়ে রাজ করছো অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। কিন্তু করোনা রাজ করছে বলে বাঙালি তো বঞ্চিত থাকতে পারে না তার শ্রেষ্ঠ পুজোর থেকে। এই বছরও করোনা আবহে হচ্ছে দূর্গাপুজো। কিন্তু এই বছর গাইড লাইন প্রকাশ করা হয়েছে দূর্গা পূজার প্যান্ডেল এর ক্ষেত্রে। শুধু প্যান্ডেল নয় একাধিক নিয়মাবলী বেঁধে দেওয়া দর্শনর্থিদের ঠাকুর দেখার ক্ষেত্রেও। গাইডলাইন অনুযায়ী হয়েছে যদি প্যান্ডেলের চারপাশ ঘেরা থাকে তাহলে উপর খোলা রাখতে হবে। আর যদি উপর ঘেরা থাকে তাহলে চারপাশ খোলা রাখতে হবে। পাশাপাশি প্রত্যেক দর্শককে প্যান্ডেলে ঢোকার ক্ষেত্রে মাস্ক পড়তে হবে। জীবাণু মুক্ত করতে হবে। সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রেখে। প্যান্ডেলের ঢোকা বেরোনোর গেট আলাদা করতে হবে। এরকম একাধিক নিয়মাবলী প্রকাশ করা হয়েছে।আর সেই নিয়মাবলী গুলি এবার গানের মাধ্যমে শহরবাসীর কাছে তুলে ধরলেন ইন্দ্রনীল সেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : আগামী ৪৮ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে জেলাগুলিতে আদ্রতাজনিত অস্বস্তি বেশি থাকবে বলে মঙ্গলবার আলিপুর আবহওয়াদপ্তর জানিয়েছে।

মঙ্গলবার আবহওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে , আগামী শুক্রবার উত্তর আন্দামান সাগর ও নিম্নচাপ আন্দামান সাগর সংলগ্ন পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই নিম্নচাপটি ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহওয়াদপ্তর। যার প্রভাব উড়িষ্যা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে পড়বে। একই সঙ্গে শক্তি সঞ্চয় করে আগামী রবিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এরফলে আরও এক দফায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ভবানীপুরে গিয়ে সুশান্ত-অনুরাগীকে উদ্ধার করল পুলিশের

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.): বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন এমন বহু খবর সামনে এসেছে ইতিমধ্যেই। এবারে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু কিনারা করতে গিয়ে বারবার ফরেনসিক চিকিৎসকরা কেন বক্তব্য পাল্টাচ্ছেন এই নিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দিল সোশ্যাল মিডিয়ায় এক জনৈক মহিলা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই মহিলার পোস্ট দেখে পুলিশকে খবর দেয় নেটিজেনরা। এরপর ভবানীপুর থানার পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার করে ওই মহিলাকে।

সুশান্ত সিংয়ের মৃত্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই জল ঘোলা হয়েছে বিভিন্ন মহলে। আদতে অভিনেতা আত্মহত্যা করেছেন নাকি খুন তার প্রমাণ এখনও মেলেনি। এদিকে বারবার নিজেদের বক্তব্য বদলাচ্ছেন ফরেনসিক চিকিৎসকরা। এই পুরো বিষয়টিতে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ওই মহিলা। এরপরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আত্মহত্যার হুমকি দেন তিনি।

ভিডিওটিতে তাকে কান্নাকাটি করতেও দেখা যায়। কি দিয়ে তিনি জানান তিনি আত্মহত্যা করতে চলেছেন। উইনার এই কান্ড দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনরা কলকাতা পুলিশকে বিষয়টি জানান। এরপরে পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখো ওই মহিলার বাড়ি ভবানীপুরে। সেখানে পুলিশ আধিকারিক গিয়ে জানতে পারেন ওই মহিলা এখন ভবানীপুরে নয় অন্য একটি জায়গায় থাকেন। এরপর দক্ষিণ কলকাতার সেই জায়গা খুঁজে বের করে ওই মহিলাকে বাড়ির দরজা ভেঙ্গে উদ্ধার করেন পুলিশ রা। ওই মহিলাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

তিন সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করোনা আক্রান্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চিকিৎসায়

কলকাতা,৬ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত বর্ষিয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকালে অভিনেতাকে ভর্তি করা হয়েছে ইএম বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে। অভিনেতার চিকিৎসার জন্য তিন সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃদু জ্বর রয়েছে তবে, অন্য উপসর্গ নেই। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল অভিনেতার। তিন সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন হয়েছে অভিনেতার চিকিৎসায়। জানা গিয়েছে, সোমবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আর মঙ্গলবার পরিবারের সদস্যরা বেলা ১১টা নাগাদ অভিনেতাকে ইএম বাইপাসের ধারে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। গত বছর নিউমোনিয়ার সংক্রমণ ধরা পড়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। শ্বাসকষ্ট নিয়ে রুবি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল প্রবীণ অভিনেতাকে। আর এবার করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বেলভিউ হাসপাতালে। পরিবার সূত্রেই খবর, দীর্ঘদিন ঘরেই তিনি সিওপিডি-তে আক্রান্ত ছিলেন। অভিনেতার বয়সের কথা মাথায় রেখে তাঁর অন্যান্য শারীরিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন চিকিৎসকেরা।

স্যালুট

আটের পাতার পর

হাউসে ফিরে আসার পরই মুখের মাস্ক খুলে ফেলেন ট্রাম্প এবং সমর্থক ও শুভাকাঙ্খীদের স্যালুট জানান।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মেডিক্যাল টিম জানিয়েছে, এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্টের অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিক রয়েছে এবং হোয়াইট হাউসেই রেমডেসিভিয়ার পঞ্চম ডোজ দেওয়া হবে প্রেসিডেন্টকে। হোয়াইট হাউসে ফেরার পরই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডিবেটে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের প্রচার মুখপাত্র টিম মুর্তায়ুঘ জানিয়েছেন, আগামী ১৫ অক্টোবর মিয়ামিতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের সঙ্গে প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আরও ৩২ জন

আটের পাতার পর

মহাকালপাড়ার ৩ জন, বাবুপাড়ার ২ জন এবং সুভাষনগর পাড়ার ১ জন সংক্রমিত হয়েছেন। ব্লকের রাজারহাট, বাকালি এবং টেকাটুলির ২ জন করে ৬ জন সংক্রমিত হয়েছেন। এছাড়া সংক্রমিতরা হলেন রথেরহাট, গৌড়গ্রাম, পিটাহারবাড়ি, পানবাড়ি, ভুষ্কাডাঙ্গা, মরিচবাড়ি, ময়নাগুড়ি রোড, বাকালি, আমগুড়ি ও উল্লাডাবরির ১ জন করে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: লাকি দেওয়ান জানান, আক্রান্তদের হোম আইসোলেশনে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

অনিল দেশমুখ

পাচের পাতার পর

বিরোধীরা শিবাজী মহারাজের মহারাষ্ট্রকে অপমান করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এই দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বিহার পুলিশের ডিজিপি গুপ্তেশ্বর পান্ডে মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং গোটা রাজ্যকে কালিমালিপ্ত দেশের সামনে করেছে। গুপ্তেশ্বর পান্ডে হয়ে কি দেবেন্দ্র ফড়নবিশ নির্বাচনী প্রচার চালাবে। মহারাষ্ট্র কে যারা বদনাম করবে তাদের বিরুদ্ধে সাইবার সেল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এখনো পর্যন্ত এই সংক্রান্ত ৮০ হাজারেরও বেশি ভুয়া অ্যাকাউন্টের খোঁজ সামাজিক মাধ্যমে মিলেছে। মহারাষ্ট্র কালিমালিপ্ত যারা করেছে তাদের নাম শীঘ্রই প্রকাশ্যে আনা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর

পাচের পাতার পর

জঙ্গলমহলের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গিকারে কোনও খামতি রাখতে চাননা মুখ্যমন্ত্রী। তাই তপশিলী জাতির মানুষদের পাশে দাঁড়ানো ছাড়াও নজর দিয়েছেন আদিবাসীদের উন্নয়নেও।

এদিনের বৈঠকে আলাদা করে মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ নেন লোধা ও শবর সম্প্রদায়ের মানুষদেরও। জানিয়ে দেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের এদের উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখতে। গুরুত্ব দিয়েছেন জেলার মধ্যে ৩জন বিধায়কের আবেদন মতো ৩টি আদিবাসী স্কুল খোলার দিকে, ২টি বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলার দিকে, রাস্তা নির্মাণ ও সারাই করার দিকেও। জোর দিয়েছেন বিভিন্ন কলোনিতে দীর্ঘদিন ধরে থাকা মানুষদের পাট্টা প্রদানের বিষয়টিতেও।

সংবাদ মাধ্যমকে হুমকি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। সংবাদ মাধ্যমকে হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছে এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস। একই সাথে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানকেও অভিযোগ পাঠানো হয়েছে ৬ অক্টোবর। অভিযোগে গত ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঘটনার প্রায় একমাস পেরিয়ে গেলেও এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস -এর দাবি অনুযায়ী এই বিষয়ে এখনো কোন সদর্থক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই মন্তব্যের পরপরই রাজ্যের দুজন সাংবাদিক বিজেপির দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রান্ত হয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যের সাংবাদিকরা এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস মঞ্চে একত্রিত হয়ে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের উপর হামলা থামেনি। এ পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ছয়জন সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করা তো দূরের কথা, উল্টো তিনি নিজের বক্তব্যের সাফাই গেয়েছেন যাতে প্রকারান্তরে সাংবাদিকদের আরেকবার অপমানিত হয়েছেন। এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস-এর আন্দোলন শুরু হওয়ার পরই ১৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক একটি সংবাদপত্রকে হুমকির সুরে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন। আন্দোলনে অংশ নেওয়া সংবাদ মাধ্যমগুলির বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের অভিযোগ নিয়ে এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস রাজ্যের রাজ্যপালকেও জানানো হয়। তিনি বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন।

কিন্তু রাজ্যপালের পক্ষ থেকেও এখনো কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া অভিযোগপত্রে বিস্তারিত সব উল্লেখ করা হয়েছে। একই ভাবে অভিযোগ জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়াকেও পাঠানো হয়েছে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য নিয়ে অভিযোগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সামনেও তুলে ধরা হবে এবং রাজ্যজুড়ে পর্যায়ক্রমে আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস-এর চেয়ারম্যান সুবল কুমার দে।

জেলাশাসকের কাছে আইপিএফটির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ অক্টোবর।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ে আইপিএফটি বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। মঙ্গলবার পেকুয়ারজলা-জন্ম জয়নগর ডিভিশনের যুব আইপিএফটির উদ্যোগে ৪ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সিপাহীজলা জেলাশাসকের নিকট গনডেপুটেশন প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ব্রজলাল দেববর্মা, সহকারি সাধারণ সম্পাদক জিতেন দেববর্মা, সদস্য মোহন চন্দ্র দেববর্মা, যুব শাখার সম্পাদক প্রদীপ দেববর্মা প্রমূখ। তাদের দাবিগুলো ছিল মোহনপুরে এডিসি ভিলেজে জায়গার সমস্যা আরটিআই ২০১৬ অনুযায়ী সমাধান করা, মোহনপুর স্থিত হোস্টেলকে অবিলম্বে চালু করা, মোহনপুর থেকে ঈশান ঠাকুরপাড়ার রাস্তাটি অভিলম্বে সংস্কার করা, উজান লারমা এসবি স্কুলকে অবিলম্বে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে উন্নীত করা। ডেপুটেশন শেষে আইপিএফটি সহ-সভাপতি ব্রজলাল দেববর্মা সংবাদমাধ্যমকে জানান সিপাহীজলা জেলাশাসক তাদের দাবিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তারপর দাবিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে পরিদর্শন করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জেলাশাসক প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন ব্রজবাবু। প্রায় ৪ শতাধিক লোক এক ঘনটা প্রশ্ন ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাদের দাবিগুলো অবিলম্বে পূরণ করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রতিনিধিদল।

এদিকে টাকারজলা ডিভিশন আইপিএফটির সদস্য বিনোদ দেববর্মার উদ্যোগে পূর্ব-টাকারজলা এডিসি ভিলেজের ২ নং ওয়ার্ডে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১০ পরিবারের ৩৫ ভোটার বিজেপি সিপিএম দল থেকে যোগদান করেন। উপস্থিত ছিলেন ডিভিশন সভাপতি নিরঞ্জন কলই, সম্পাদক বুধিরাম দেববর্মা প্রমুখ।

দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করলেও সরকারী সুবিধা থেকে বঞ্চিত সিন্ধু মল্লিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৬ অক্টোবর।। দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করলেও সরকারী সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্জিত হয়ে আছেন গন্ডাছড়া ষাট কার্ড এলাকার বাসিন্দা সিন্ধু মল্লিক। জানা যায় তাদের চার জনের পরিবার। বাম কিংবা রাম কোন সরকারের আমলেই তাদের ভাগ্যোর কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। গৃহকর্তা সিন্ধু মল্লিক দিন মজুরী কাজ করে সংসার প্রতিপালন করতে হয়। এক দিন কাজ না করলে তাদের সংসার চলে না। এই রকম একটা অসহায় পরিবার বছরের পর বছর ধরে সরকারী সুযোগ সুবিধা গুলো থেকে বঞ্জিত হয়ে আছে। গৃহকর্তা সিন্ধু মল্লিক একটি ঘর এবং বিপিএল রেশন কার্ড পাওয়ার আশায় একাধিকবার পঞ্চায়েতে এমনকি ব্লকে আবেদন জানিয়েও কোন কাজ হয় নি। বর্তমানে ভাঙ্গা একটি টিনের ছাউনি মাটির ঘরে বসবাস করছেন। বৃষ্টি হলে জং পড়া টিনের ছাউনি দিয়ে ঘরে জল পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে সিন্ধু তার দুই ছেলে, স্ত্রী নিয়ে সারারাত বসে বসে কাটাতে হয়। এমন করুন অবসাতেও তার পাশে দাড়ানোর মতো কেউ নেই। এমত একটা অসহায় পরিবার আজও সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। এখন শেষ বারের মতো অসহায় পরিবারটি সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছেন সরকারী সুবিধা পাওয়ার।

উত্তর ব্রজপুর লাভার্থী বেনিফিসারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ অক্টোবর।। মঙ্গলবার চড়িলাম বিধানসভার উওর ব্রজপুর বিদ্যালয়ে এক লাভার্থী বেনিফিসারী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা করা হয়েছে। লাভার্থী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা চড়িলাম বিধানসভার বিধায়ক যিশু দেববর্মা।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনজাতি মোর্চার সাধারন সম্পাদক প্রতীক কিশোর দেববর্মা,চড়িলাম মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ, সীপাহিজলা জেলার উত্তরাংশের সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ ভৌমিক,এলাকার প্রধান, উপপ্রধান সহ বিজেপির কার্যকর্তাগন।আজকের এই বেনিফিসারী সম্মেলনে উওর ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয়টি ওয়ার্ডের লোকজন উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মন্ডিত করে তুলেছে।এদিন অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে চড়িলাম বিধানসভার অন্তর্গত মধ্য ব্রজপুর এলাকায়। লাভার্থী বেনিফিসারির সম্মেলনে জনগনের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

তিন

● **প্রথম পাতার পর**

মুক্তি পাওয়ার জন্য এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী ব্যক্তির নাম অনিল সরকার।বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার ব্রজবাসী সরদার পাড়া। আনুমানিক ৫৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগে ওই ব্যক্তি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।দীর্ঘ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ওই ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি আত্মীয়-পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের

● **প্রথম পাতার পর**

পালন করে মিষ্টির ট্রেতে প্রয়োজনীয় তথ্য লাগানো রয়েছে কিনা তা দেখেন। মূলত ক্রেতাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ বলে জানান সদরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস। রাজধানীর গোপাল মিষ্টির দোকানে এই নির্দেশ মানা হয়নি বলে জানান তিনি। এই মিষ্টির দোকানের বিরুদ্ধে নোটিশ ইস্যু করার কথা জানান। এই বিষয়ে সমস্ত মিষ্টির দোকান গুলিকে ফের একবার অবগত করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ফুড সেফটি লাইসেন্স আছে কিনা তা দেখা হচ্ছে। থাকলে সঠিক ভাবে দোকানে ঝোলানো থাকছে কিনা এই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখেন তারা। এই মিষ্টি তৈরিতে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে তার তথ্যও তুলে ধরতে হবে বলে জানান সদরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস। যারা নির্দেশ মানবেন না সেই সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চলতে দেওয়া হবে না বলে জানান তিনি। এদিন রাজধানীর বটতলা সহ বেশ কিছু এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

দুই

● **প্রথম পাতার পর**

আত্মীয় ৬ বছরের শিশু তার ঘরে গেলে সে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতা শিশুকে প্রথমে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। দীর্ঘ ৩ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর অসুস্থ হয়ে সে বাড়িতে ফিরেছে।

ঘটনাটি প্রথমে তার পরিবারের লোকজ রা বুঝতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত শিশুটি তার মাকে ঘটনাটি জানায়।শিশুটি জানিয়েছে বাদল সরকার নামে তাদের নিকট আত্মীয় তাকে ধর্ষণ করে ঘটনা কাউকে না জানানোর জন্য বলে। ঘটনাটি কাউকে জানালে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। সে কারণেই ভয়েসে ঘটনায় কাউকে জানানোর সাহস পায়নি বলে জানিয়েছে।ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত হওয়ার পর পরিবারের তরফ থেকে বাদল সরকারের নামে মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ পকসো আইনে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত বাদল সরকার কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে।

এক্সপ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

এক্সপ্রেস ট্রেনটি তার চিকিৎসার পরিসেবা দেবে। চোখ, কান, দাঁত, প্লাস্টিক সার্জারি, অর্থোপেডিক্স সার্জারি সহ বিভিন্ন পরিষেবা দেবে লাইফ লাইন এক্সপ্রেস। কোভিড-১৯-এর জন্য ভিড় সামাল দিতে বাড়ি বাড়ি চলছে লাইফ লাইন এক্সপ্রেসের সার্ভের কাজ। রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের আধিকারিকরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমনটা জানালেন ইমপেক্ট ইন্ডিয়া লাইফ লাইন এক্সপ্রেসের প্রজেক্ট ম্যানেজার ডাঃ যসভির সিং।

স্মারকলিপি

● **প্রথম পাতার পর**

কলেজ তরে ভর্তির জন্য যে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে মারাত্মক জটিলতা রয়েছে।অবিলম্বে মেধাতালিকায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষা অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।দ্বাদশ উত্তেজনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর যাতে কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা অধিকর্তার কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।শিক্ষা অধিকর্তা দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন।

নমুনা

● **প্রথম পাতার পর**

পৌঁছাবে। মানুষ নিরাপত্তা নিয়ে ভুল ধারণা নিয়ে রাখবে। তাঁর সাফ কথা, এমনভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে মনে করা ঠিক হবে না। তা হলে সেটা গুরুতর অন্যায় হবে। তিনি নির্দেশ দেন, যে স্থানে করোনা-র নমুনা পরীক্ষা প্রত্যাহৃত হয়েছে, তা অন্যত্র করার ব্যবস্থা হোক।

এ-সমস্ত বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারকে হলফনামা দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্টের কার্যকরী পদক্ষেপ সবিস্তারে জানাতে বলেছে প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এবং বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ।

হাথরাস

● **প্রথম পাতার পর**

গত ২৯ সেপ্টেম্বর দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে হাথরাসের নির্যাতিতার মৃত্যুর পর থেকেই প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। উত্তরপ্রদেশেও বহু জায়গায় আন্দোলনে নেমেছেন দলিত সম্প্রদায়ের বহু মানুষ। মঙ্গলবারই কট্টরপন্থী সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা হাথরসে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের আটকে দিয়ে চার জনকে গ্রেফতার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। দিল্লি থেকে গাড়িতে করে হাথরাসে যাওয়ার পথে মথুরায় তাঁদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

ওই ব্যক্তি রেললাইনে পড়েছিল।রেললাইনের মাঝখানে পড়ে থাকা ওই ব্যক্তির উপর দিয়ে দুটি রেল যাওয়ার পরও ভাগ্যিস তার কোন কিছুই হয়নি।অপর একটি সূত্র আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে প্রায় সময় রেল থেকে যাত্রীদের নেশাগ্রস্ত করে যাত্রীদের কাছ থেকে জিনিসপত্র টাকা-পয়সার ছিনতাই করা হতো। দীর্ঘ ছয় মাস রেল বন্ধ থাকার পর গতকাল থেকে পুনরায় যান চলাচল শুরু হয়েছে। রেল চলাচল শুরু হওয়ার পর এই দুষ্ট চক্র টি যাত্রীকে নেশাগ্রস্ত করে সবকিছু লুটপাট করে ফেলে গেছে কিনা সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

২৪ ঘন্টায়

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছেন। এদিকে, নতুন করে কারোর করোনা আক্রান্তে মৃত্যু হয়নি। ফলে, মৃতের সংখ্যা ২৯৮-তে দাঁড়িয়েছে।ত্রিপুরায় বর্তমানে করোনা আক্রান্তের হার ৬.৭৮ শতাংশ। সেই তুলনায় সুস্থতার হার ৮২.৮৩ শতাংশ। মৃতের হার সামান্য কমে হয়েছে ১.০৯ শতাংশ।

চুরি

● **প্রথম পাতার পর**

করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় সাম্প্রতিককালে বাইক চুরির ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

ভালোবাসার ‘ডাইনোসোর’-এর বেতন টানতে চান ওজিল

আর্সেনাল সমর্থকদের কাছেও হিসেবটা ভালো লাগার কথা না। আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে ৫ কোটি ইউরোয় ঘানার মিডফিল্ডার টমাস পার্টেকে কিনেছে আর্সেনাল। ওদিকে করোনাভাইরাসের মধ্যে খরচ কমানোর দোহাই দিয়ে ক্লাবটি বিদায় করেছে ‘ঘরের লক্ষ্মী’কে। গত ২৭ বছর ধরে যে ‘লক্ষ্মী’ আর্সেনালের ঘরের মাঠে আনন্দে ভাসিয়েছে সমর্থকদের, গলা ফাটিয়েছে খেলোয়াড়দের পক্ষেএমনকি যাঁর বেতন দিতে আর্সেনালের মতো ক্লাবের কোনো কিছু টের পাওয়ার কথা নয়, তাঁকেই কি না বিদায় করে দিল! ওদিকে খেলোয়াড় কিনতে ঢালছে কোটি কোটি টাকাএ কেমন খরচ কমানোর হিসেব!

তা, হিসেব যেমনই হোক বাস্তবতা এটাই। এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনালে জার্সি পরা ডাইনোসোরের আদলে যে মাসকটকে দেখা যায় তাঁর নামগানারসোরাস। আর্সেন ওয়েঙ্গার কোচ হয়ে আসারও ৩ বছর আগে (১৯৯৩) থেকে এ মাসকট ব্যবহার করে আসছিল আর্সেনাল। এই মাসকট পরে মাঠে চিত্ত-বিনোদন দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন জেরি কিউ। কিন্তু এ সপ্তাহের শুরুতে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে আর্সেনাল। মাঠে যেহেতু দর্শক নেই, এর পাশাপাশি করোনার এই আপতালীন সময়ে খরচ বাঁচাতে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। গানারদের সোনালি সময়ে গানারসোরাস নিয়ে মজেছিলেন সমর্থকেরা। আর্সেনালের সেই সোনালি সময় এখন অতীত হলেও মাসকটের জনপ্রিয়তা কমেনি এতটুকু। তা বোঝা গেল, আর্সেনাল তাঁকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ফুঁসে ওঠা সমালোচনায়। গত মাসে ক্লাবটি জানিয়েছিল, খরচ কমাতে ৫৫ জন কর্মীকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছে আর্সেনাল। কিন্তু এর মধ্যে দলবদলের বাজারে কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলে সমালোচনা কিনেছে তারা। এর মধ্যে জেরি কিউকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত মোটেও ভালো লাগেনি মেসুত ওজিলের। আর্সেনালে ব্রাত্য হয়ে পড়া এ মিডফিল্ডার আজ টুইট করেছেন এ নিয়ে, ‘২৭ বছর পর আমাদের বিখ্যাত ও অনুগত অবিচ্ছেদ্য মাসকট গানারসোরাসজেরি কিউকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছে আর্সেনাল। আমি যত দিন আর্সেনালে আছি, তত দিন এই সবুজ লোকটির (মাসকটের রং) বেতনের পুরো টাকা দিয়ে যেতে চাই।’ আর্সেনালে ওজিলের সাপ্তাহিক বেতন প্রায় সাড়ে ৩ লাখ পাউন্ড। গত মার্চ থেকে মাঠের বাইরে রয়েছেন তিনি। ক্লাব তাঁকে ছাড়ার চেষ্টা করছে কিন্তু ওজিল গোঁ ধরে বসায় ব্যাটে-বলে হচ্ছে না। বলা যায়, বসে বসেই বেতন নিচ্ছেন জার্মান তারকা।

স্প্যানিশ ক্লাব সেভিয়া এর মধ্যে জেরি কিউকে টানার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আর্সেনালের সিদ্ধান্তের পর থেকেই একের পর এক টুইট করেছে তাঁকে পাওয়ার জন্য। তবে আর্সেনালের আচরণ আরও অনেকেরই ভালো লাগেনি। ব্রিটিশ টিভি উপস্থাপক পিয়ার্স মরগানের টুইট, ‘কী? এটা সত্য না হওয়াই ভালো। এটা কি আর্সেনাল??!’ এদিকে জেরি কিউকে আর্সেনালে রাখতে এর মধ্যেই ‘গো ফান্ড’ নামে তহবিল গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। অনলাইনের এ পেজের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘২৭ বছর ধরে গানারসোরাস আর্সেনালের মাসকট। তাকে এভাবে বিলুপ্ত হতে দেওয়া যায় না।

আইপিএলের মৌসুমে জুয়াড়ি গ্রেপ্তার হচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে

ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট এমনই। খেলা মাঠে গড়ায় পাতানো খেলার গুঞ্জনও শুরু হয়। আইপিএল কলঙ্কিত হয়েছে বেশ আগেই। ২০১৩ আইপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের কারণে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস ও পুনে ওয়ারিয়র্স। এবারও আইপিএল নিয়ে চলছে গুঞ্জন। এক ক্রিকেটারকে নাকি পাতানো খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। খেলা হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে, তবে ভারতেও জুয়া চলছে আইপিএল নিয়ে। উত্তর প্রদেশে মিরাটে এক হোটেল থেকে জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আইপিএলের ম্যাচ নিয়ে জুয়ার সঙ্গে তাঁরা জড়িত। সিভিল লাইনস অঞ্চল থেকে হোটেল ব্যবস্থাপকসহ তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে মিরাটের পুলিশ কর্মকর্তা অখিলেশ নারায়ণ সিং বলেন, ‘আমরা কিছু ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন জব্দ করেছি। সিভিল লাইনস অঞ্চলের এক হোটেল থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইপিএলের ম্যাচে জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। আমরা তদন্ত শুরু করেছি, সবকিছু খোঁজ খবর নিয়ে বের করা হবে কারা জড়িত।’

এদিকে বেঙ্গালুরুতেও আইপিএলের ম্যাচ নিয়ে বাজি ও জুয়ার অভিযোগ চারজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে তাদের কাছ থেকে নগদ ৪.৯১ লাখ রুপি জব্দ করা হয়। বেঙ্গালুরু পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সন্দীপ পাতিল টুইটে জানান, অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে অভিযুক্তরা আইপিএল নিয়ে জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। ভারতে যে কোনো ধরনের জুয়া নিষিদ্ধ। গত আইপিএলে ভারতে জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক শ-র বেশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এবার আইপিএলে জৈব সুরক্ষিত পরিবেশের মধ্যেও এক ক্রিকেটার পাতানো খেলার প্রস্তাব পেয়েছেন।

জৈব সুরক্ষিত পরিবেশের মধ্যে বাইরের কারও পা রাখা ভীষণ কঠিন। সেই ক্রিকেটার এ ঘটনা জানানোর পর বিশেষ সতর্কাবস্থা জারি করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দুর্নীতি দমন ইউনিট (এসিইউ)। বিসিসিআইয়ের দুর্নীতি দমন ইউনিটের প্রধান অজিত সিং পিটিআইকে বলেছেন, ‘হ্যাঁ (একজন খেলোয়াড় প্রস্তাব পাওয়ার কথা জানিয়েছেন)।’ প্রস্তাব দেওয়া ব্যক্তিকে ধরার চেষ্টার ব্যাপারে তিনি জানান, ‘আমরা অনুসরণ করছি। সময় লাগবে।’

দুর্নীতি দমন নীতির অংশ হিসেবে পাতানো খেলার প্রস্তাব পাওয়া খেলোয়াড় এবং তিনি কোন দলের তা গোপন রাখা হয়। কাজগুলো করা হয় গোপনীয়তার ভিত্তিতে। খেলোয়াড়েরা জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থাকায় দুর্নীতি দমন ইউনিটের গোয়েন্দারা অনলাইনে ম্যাচ পাতানো বন্ধে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। খেলোয়াড়েরাও অনলাইনে থাকায়, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত তরুণদের এ ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। ভক্ত সেজে অনেক জুয়াড়ি খেলোয়াড়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে কাজগুলো করে থাকেন। বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা জানান, দেশি-বিদেশি সব খেলোয়াড় একের অধিক সংখ্যকবার দুর্নীতি দমন-সংক্রান্ত পাঠক্রমে অংশ নিয়েছেন।

টাকার গরম দেখিয়েছেন নেইমার

নেইমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ শেষই হচ্ছে না আলভারো গঞ্জালেসের। মাঠের খেলায় ঠোকাঠুকি থেকে বাদানুবাদ। সেখান থেকে ঘটনা এত দূর গড়াবে কে জানত? স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের মাথার পেছনে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেছিলেন নেইমার। ওদিকে গঞ্জালেসের বিরুদ্ধে বর্ণবাদের অভিযোগ তুলেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। আবার জাপানি খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধেও জাতিগত বিদ্বেষের অভিযোগ উঠেছিল নেইমারের বিপক্ষে।

প্রমাণের অভাব থাকায় শেষ পর্যন্ত দুজনই পার পেয়ে গেছেন। কিন্তু নেইমারের প্রতি অভিযোগ এখনো কমেনি গঞ্জালেসের। মার্শেই ডিফেন্ডার এবার জানাচ্ছেন, সেদিন নেইমার তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করেছেন তাতে তাঁর ওপর সব শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তাঁকে নাকি টাকার গরম দেখিয়েছেন নেইমার! এর আগে গঞ্জালেস দাবি করেন, নেইমারের সঙ্গে ঝামেলা করায় তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ১৩ সেপ্টেম্বরে মারামারি হয়েছিল নেইমার-গঞ্জালেসের মধ্যে। এরপর থেকেই নাকি হুমকি পেয়ে আসছেন গঞ্জালেস, ‘হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে ২০ লাখের বেশি বার্তা পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় লেখা সব হুমকি পাঠানো হয়। এর কিছুই আমি বুঝতে পারিনি।’ এবার তিনি দাবি করেছেন, পুরো ম্যাচেই নাকি তাঁকে খেপানোর চেষ্টা করেছেন নেইমার।

মার্শেইয়ের ডিফেন্ডারকে খেপিয়ে তুলতে নাকি বেতন নিয়েও খোঁচা দিয়েছিলেন নেইমার। বেতনের দিক থেকে ফুটবল বিশ্বে মেসির পরেই আছেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। ওন্দা সেরোকে গঞ্জালেস বলেছেন, ‘নেইমার আমাকে বলেছে তুমি এক বছরে যা আয় করো, সেটা আমি একদিনে পাই। এবং এটা সত্য। আমি ওকে বলেছি আমার বেতনেই আমি খুশি। সেদিন পুরো ম্যাচে নেইমার যা করেছে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সারাক্ষণ খেপানোর চেষ্টা করেছে।’

বর্ণবাদী আচরণের দায় থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের দুঃখ এখনো যায়নি। তাঁর নামের পাশে যে কালিমা লেগেছে, সেটা এখনো মেনে নিতে পারেনি গঞ্জালেস, ‘কোনো বর্ণবাদী অপমান করিনি। আমি আমার নাম ও ফুটবল ক্যারিয়ারে দাগ লাগতে দেব না। আমার কাছ থেকে নেইমার কখনো কিছু পাবে না। আমার শ্রদ্ধা পাবে না, কিছুই না। আমাদের খুব বাজে সময় গেছে। শুধু আমার নয়, আমার পরিবারেরও। আমি যদি ওকে কিছু বলতাম, তাহলে সেটা ক্যামেরাতে ধরা পড়তই।’

গঞ্জালেসের দাবি, নেইমার বড় তারকা হতে পারেন। কিন্তু এখনো হার মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা গড়ে ওঠেনি তাঁর, ‘সে ম্যাচে আমি নেইমারের চেয়ে ভালো ছিলাম। সেদিন সে অসহায় হয়ে পড়েছিল। আপনাকে হার মানা শিখতে হবে, জানতে হবে কীভাবে ফল মেনে নিতে হয় এবং যখন কোনো কিছু পক্ষে যায় না তখন কী করতে হয়।’

করোনা রোগীকে জড়িয়ে ধরা ম্যারাডোনা ‘নেগেটিভ’

খবরটা সত্যিই স্বস্তির। ডিয়েগো ম্যারাডোনাকে নিয়েই ছিল শঙ্কাটা। নাহ, আর্জেন্টাইন ফুটবল-কিংবদন্তিকে শেষ পর্যন্ত করোনায় ধরেনি। পরীক্ষা করে তাঁর কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

শঙ্কাটা তৈরি হয়েছিল ম্যারাডোনার কারণেই। ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো এই মহাতারকা হালে আর্জেন্টিনার প্রথম বিভাগের নিচু সারির দল হিমনাসিয়ার কোচের দায়িত্বে আছেন। নিজের স্বভাবসুলভ আবেগেই কিছুদিন আগে এক ম্যাচে নিজ দলের খেলোয়াড়কে জড়িয়ে ধরেছিলেন। পরে পরীক্ষায় দেখা যায় ফুকান্দো কনতিন নামের সেই খেলোয়াড় করোনায় আক্রান্ত। ৫৯ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন তারকা করোনায় আক্রান্ত হন কি না, এ নিয়েই দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নেমে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটেনি।

শুক্রবারের ঘটনা সেটি। পরে রোববার করোনা পজিটিভ আসে তাঁর। সঙ্গে সঙ্গেই করোনার আশঙ্কায় ম্যারাডোনার কোভিড পরীক্ষা করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত আইনজীবী মাতিয়াস মোরলা টুইটারে জানিয়েছেন তাঁর মক্কেল সম্পর্কে স্বস্তির খবরটা, ‘ডিয়েগো ম্যারাডোনার কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ধন্যবাদ জানাতে চাই সকল আর্জেন্টাইনকে। তাঁরা সবাই ম্যারাডোনার জন্য প্রার্থনা করেছেন, তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সবাই নিরাপদে থাকুন, কারণ করোনা এখনো আমাদের রেহাই দেয়নি।’

ফাতিকে ঘিরে দল বানাবেন না কোচ

বার্সেলোনায় মেসি-কুতিনিওর পাশে সুবাস ছড়াচ্ছেন আনসু ফাতি। স্পেনের জার্সিতেও তাকে ঘিরে প্রত্যাশা রয়েছে সমর্থকদের। বার্সেলোনায় মেসি-কুতিনিওর পাশে সুবাস ছড়াচ্ছেন আনসু ফাতি। স্পেনের জার্সিতেও তাকে ঘিরে প্রত্যাশা রয়েছে সমর্থকদের।ছবি: টুইটারআনসু ফাতির প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন নেই। বিস্ময়-বালক বলেন অনেকেই। বয়স ১৮ না হতেই সুবাস ছড়াতে শুরু করেছেন এই ফরোয়ার্ড। গত বছরের শেষ থেকে নেমেছেন বয়সের সঙ্গে গোলের রেকর্ড ভাঙা গড়ার খেলায়। দেখা যাচ্ছে, বার্সেলোনার জার্সিতে গোল করলেই কনিষ্ঠতম গোলের নানা রেকর্ডে নাম চলে আসে ১৭ বছর বয়সী তারকার। শুধু বার্সেলোনা কেন স্পেনকেও তো ভবিষ্যতে দুই হাত ভরে দেবেনসে ধারণাও আগাম পাওয়া যাচ্ছে।

পশ্চিম আফ্রিকার দরিদ্র দেশ ‘গিনি বিসাউ ‘তে জন্ম হলেও ভাগ্যের অন্বেষণে পরিবারের সঙ্গে মাত্র ৬ বছর বয়সেই স্পেনে পা রাখেন ফাতি। গত বছর অক্টোবরে পেয়ে যান স্পেনের নাগরিকত্ব। আর সেপ্টেম্বরে স্পেনের জার্সিতে রেকর্ড গড়েন অভিষেকেই। ইউরোপিয়ান নেশনস কাপের ম্যাচে ইউক্রেনের বিপক্ষে ৪-০ গোলের জয়ের পথে একটি গোল করেন ফাতি। ১৭ বছর ৩১১ দিন বয়সে স্পেনের জার্সিতে কনিষ্ঠতম গোলের রেকর্ডের মালিক হয়ে যান তিনি।

এমন প্রতিভা হাতে পেলে তাঁকে ঘিরেই তো আক্রমণভাগ সাজাতে পারেন দলের কোচ। বিশেষ করে লুইস এনরিকের মতো কেউ হলে সম্ভাবনা থেকে যায়। বার্সেলোনার কোচ থাকতে মেসিকে ঘিরেই আক্রমণভাগ সাজাতেন এই স্প্যানিশ। তবে ফাতির ক্ষেত্রে এমনটা করা হবে না বলে জানিয়েছেন বর্তমানে স্পেনের দায়িত্বে থাকা এ কোচ।

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WEST DIVISON :: KHUMULWNG.

NOTICE INVITING TENDER NO: 06/EE(W)/ADC/2020-2021 DATED : 05.10.2020

Sealed percentage rate tenders are invited in PWD Form-7 by the Executive Engineer, West Division, TTAADC on behalf of T.T.A.A.D.C. authority from bonafied resourceful Agencies / firms / Enlisted contractors registered in appropriate class of TTAADC / any State PWD / CPWD / MES / Railway P & T upto 3.00 P.M. on 15-10-2020 for the following work :-

Sl. No	Name of work & DNIT No.	Estimated cost	Earnest money	Time of completion
1.	Improvement or road from near the house of Sri Jetindra Debbarma to near the house of Nityananda Debbarma of Mukta Chandra para near Type - II. Qtr. under Khumulwng Sub-Zone during the year 2020-2 / S.H:- Providing and laying flat brick soling (L=0.500 km), Dated 01/10/2020. DNIT NO-07/EE(W)/ADC/2020-21, Dated 01/10/2020	Rs. 5,49,657.00	Rs. 5,497.00	1(one) months.
2.	Construcation of wholesale assembling market at Lait bazaar, under mandwi Sub-Division / S.H :- Construction of brick masonary retaining wall during the year 2020-21. DNIT NO-08/EE(W)/ADC/2020-21, Dated 01/10/2020	Rs. 1,95,342.00	Rs. 1,953.00	1(one) months.

Detailed tender notice and terms and condition can be seen at the office of the undersigned during office hours on any working day upto 1500 Hrs. of 14-10-2020 and website of TTAADC.
For detailed please visit.
For details please visit : www.ttaadc.gov.in

S/d- Illegible
(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer
West Division, TTAADC,
Khumulwng

TTAADC/ICAT/C-25/20

জাগরণ 7 October, 2020, Wednesday আগরতলা ৭ অক্টোবর, ২০২০ ইং, ■ ২০ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মঙ্গলবার রাজ্যপাল রমেশ বৈশের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন ত্রিপুরা বিভাগের আইজিপি সিআরপিএফ সম্পত রাউত। ছবি-নিজস্ব।

দক্ষিণ কলমচৌড়ায় হিন্দু ছেলে মুসলীম মেয়ে কে সুনাতন ধর্মের যজ্ঞের মাধ্যমে শুভপরিনয় হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ অক্টোবর।। কবি নজরুল ইসলাম বলেছিলেন মোড়া একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলাম মুসলীম তাহার ননয়ন মনি, হিন্দু তাহার প্রাণষ, তাই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা প্রেম প্রীতি ভালবাসা চিরকাল বয়ে নেয় স্বপ্নের মায়াজাল। ভালবাসা অন্ধ বুঝেনা জাতি ধর্ম বর্ণ মানে না শাসন বারন। এমন একটি চিত্র ফুঁটে উঠেছে বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তরগত উত্তর কলমচৌড়া ও দক্ষিণ কলমচৌড়া নিবাসী সুমন সরকার এবং কোহিনুর আকতারের দীর্ঘ ৫ বছরের প্রেম। ওরা ছিল সমাজের বোঝা দীর্ঘ দু মাস হল একে অপরের হাত ধরে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এখানে ওখানে বসন্তের কোকিলের মত ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু মাত্র সংসাদ জীবনে প্রবেশর জন্য. কিন্তু বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছি এই সমাজ, পাড়া প্রতিবেশী কিছুতেই তাাদের প্যায়ার মহাব্বত মেনে নিতে পারছেনা, অফুরন্ত সুমন ও কোহিনুর এর উপর শারিরীক ও মানসিক ভাবে প্রচন্ড চাপ দিয়েছেন হজম করতে করতে হয়েছে অনেক প্রহার যা দিন দিন ভাবিয়ে তুলেছে দুজনের রঙিন স্বপ্নকে শেষ পর্যন্ত প্রশাসন ও সংবাদ মাধমের নিকট দ্বারস্থ হয় অবশেষে দীর্ঘ প্রতিরক্ষার পর আজ মধ্যপাড়ার নিজ বাড়িতে শুভ বিবাহ সম্পূর্ণ হয়।

আজকের ওরা দুজনের শুভ মিলন ও হৃদয়ের বন্ধনের মূল কান্ডারী হলেন চারটি সুনাতন ধর্ম রক্ষাকারী ভাতৃদ্বয় সংগঠন যথাক্রমে আরএসএস বিশ্ব হিন্দু পরিষদ / আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুবা হিন্দুবাহিনী রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি ওগো প্রকেট। বোল ১ ঘটিকা হইতে চারা ৪টা পর্যন্ত্য সুনাতন ধর্মমতে ছাদনাতলা মামলা বদল মন্ত্র উচ্চারনের মাধ্যমে অগ্নিদেব ও কলম চৌড়া এলাকাবাসী কে স্বাক্ষী রেখে সাতঁ পাকে বাধা পড়েন।

ফাঁসিতে আত্মহত্যার এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ অক্টোবর।। বলছে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ারার কথা। কিন্তু শহরাঞ্চলে নেশা বিরোধী অভিযান চললেও গ্রামাঞ্চল গুলিতে কিন্তু নেশা বিরোধী অভিযান চলে না। যার ফলস্বরূপ মদমত্ত পিতার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তেলিয়ামুড়া থানাধীন পূর্ব হাওয়াই বাড়ি নাথ পাড়া এলাকার ১৭ বছরের এক নাবালক যুবক গতকাল রাতের কোনো এক সময় বাড়ির সকলের নজর এড়িয়ে বাড়ির পাশে একটি ফাঁকা জায়গায় নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। অভিযোগের তীর মদমত্ত পিতার বিরুদ্ধে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন পূর্ব হাওয়াই বাড়ির নাথ পাড়া এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস প্রায়শই মদমত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে ছেলে প্রসেনজিৎ দাস (১৭) কে মারধর এবং বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করতো। পরিবারে নিত্যদিনই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত এমনই অভিযোগ মৃত নাবালক যুবকের পরিবারের লোকজনের। অন্যান্য দিনের মতো প্রসেনজিৎ এর পিতা বিশ্বজিৎ মদমত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসে প্রসেনজিৎ এর মায়ের সাথে কোন এক বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু করে। এমন সময় ছেলে প্রসেনজিৎ বাজার থেকে বাড়ি আসে। বাড়ি এসে কথা কাটাকাটি এবং ঝগড়া বিবাদ শুনে মা বাবা উভয়কে বলে শান্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু পিতা বিশ্বজিৎ ছেলে প্রসেনজিৎ'র কথা কোনা কর্ণপাত করলো না। ফলে প্রসেনজিৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে বাড়ির পাশের এক নির্জন জায়গায় বাড়ির সকলের অলক্ষ্যে নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল।

হোয়াইট হাউসে ফিরলেন ট্রাম্প, মাস্ক খুলেই স্যালুট

ওয়াশিংটন, ৬ অক্টোবর (হি.স.): হাসপাতাল থেকে হোয়াইট হাউসে ফিরে এলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পরই ওয়াল্টার রীড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি হয়েছিলেন ট্রাম্প, এই হাসপাতালেই চার-দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার পর চিকিৎসকদের পরামর্শে, হোয়াইট হাউসে ফিরে আসেন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট নাগাদ ওয়াল্টার রীড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিক্যাল সেন্টার থেকে বেরিয়ে যান ট্রাম্প। বিশেষ হেলিকপ্টারে হোয়াইট হাউসে ফিরে আসেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট ছয়ের পাতায় দেখুন

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৮৪ জনের, ভারতে করোনা-সংক্রমণ ৬৭-লক্ষ ছুঁইছুঁই : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬৭ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬৬,৮৫,০৮৩-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৮৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬১,২৬৭ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৩,৫৬৯ জন এবং মোট সংক্রমিত ৬৬,৮৫,০৮৩ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৬,৬২,৪৯১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ১৯ হাজার ০২৩। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৫ শতাংশ রোগীর, সুস্থ হয়েছেন ৮৪.৩৪ শতাংশ রোগী এবং চিকিৎসাধীন ১৪.১১ শতাংশ রোগী।

করোনা-টেস্টের সংখ্যাও প্রতিদিন স্বস্তি দিচ্ছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮,১০,৭১,৭৯৭-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০.৮৯ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ অক্টোবর (সোমবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৮৯,৪০৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৮,১০,৭১,৭৯৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কৃষি আইন আসলে কৃষকদের উপর হামলা : রাহুল গান্ধী

পাটিয়ালা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): কৃষি আইন নিয়ে ফের মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। কৃষি আইন আসলে কৃষকদের উপর হামলা, এমনই দাবি করে মঙ্গলবার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেন, "মোদী সরকারের কৃষি আইনের ফলে খাদ্য সুরক্ষার বিদ্যমান কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে। পঞ্জাবের মতো রাজ্য সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে। এই আইন আসলে কৃষকদের উপর হামলার সামিল।" মঙ্গলবার পঞ্জাবের পাটিয়ালায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাহুল গান্ধী। পাটিয়ালায় হাথরাস মামলা ও হাথরাসে যাওয়া প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেন, "নির্যাতিতার পরিবারকে আমি বোঝাতে চেয়েছি, তাঁরা এক নন। আমরা তাঁদের পাশি আছি....উত্তর প্রদেশ প্রসাশন ওই পরিবারকে টার্গেট করেছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একটি কথাও বলেননি।"

মোদী সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল ছোট ও মাঝারি ব্যবসা, শ্রমিকদের কর্মসংস্থান দিয়ে থাকে, কিন্তু লকডাউনের সময় ছোট ও মাঝারি ব্যবসাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে মোদী সরকার। ফেব্রুয়ারি মাসেই কোভিড-১৯ নিয়ে আমি সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা বলেছিল আমি নাকি মজা করছি। সংসদে কৃষি বিল পাশ হওয়ার সময় বিদেশে কী করছিলেন রাহুল গান্ধী, শিরোমনি অকালি দলের এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এদিন সাংবাদিকদের রাহুল জানান, "মেডিক্যাল চেক-আপের গিয়েছিলেন মা, কিন্তু আমার বোন মায়ের সঙ্গে যেতে পারেননি, যেহেতু তাঁর কয়েকজন স্টাফ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মায়ের সঙ্গে আমাকে যেতে হয়েছিল। আমি তো তাঁর ছেলে এবং আমাকেই তো মাকে দেখতে হবে।" প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে রাহুল এদিন বলেন, "আপনারা কী জানেন আমাদের ভূখণ্ডের একটি অংশ চিন কী কারণে দখল করতে পেরেছিল? আসলে চিন ভালোভাবেই জানে, এমন একজন ব্যক্তি শীর্ষে বসে আছেন, যিনি শুধুমাত্র নিজের ভাবমূর্তি নিয়েই চিন্তিত।"

ময়নাগুড়িতে ফের করোনা সংক্রামিত আরও ৩২ জন

ময়নাগুড়ি, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে দিনে দিনে বাড়ছে সংক্রমিতের সংখ্যা। গত চব্বিশ ঘন্টায় ময়নাগুড়িতে ফের করোনা সংক্রামিত হয়েছেন আরও ৩২ জন। জেলায় এখন পর্যন্ত সবমিলিয়ে মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ৭৯৮ জন।

আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১২ জনের ঠিকানা পাওয়া যায়নি। তবে খোঁজ চলছে। ৬ জন রয়েছেন শহরের বাসিন্দা। শহরের ছয়ের পাতায় দেখুন

ইন্দোর-আহমেদাবাদ হাইওয়েতে ভ্যান ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষ, মৃত্যু ৬ জন শ্রমিকের

ধার (মধ্যপ্রদেশ), ৬ অক্টোবর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় ইন্দোর-আহমেদাবাদ হাইওয়েতে পিক-আপ ভ্যান ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন শ্রমিক। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৪ জন। মৃত ৬ জনের মধ্যে ৩ জন নাবালক। মঙ্গলবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধার জেলার তিরলা থানার অন্তর্গত চিকলিয়া ফাটার কাছে ইন্দোর-আহমেদাবাদ হাইওয়েতে। দুর্ঘটনায় আহত ২৪ জনের মধ্যে ৯ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

ধার জেলার অতিরিক্ত কালেক্টর শৈলেন্দ্র সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোররাত তিনটে নাগাদ তিরলা থানার অন্তর্গত চিকলিয়া ফাটার কাছে ইন্দোর-আহমেদাবাদ হাইওয়েতে পিক-আপ ভ্যান ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষ হয়। কৃষি জমিতে কাজ শেষে পিক-আপ ভ্যানে চেপে তান্ডা গ্রামে ফিরছিলেন শ্রমিকরা। আচমকাই পিক-আপ ভ্যানের একটি চাকা পাংচার হয়ে যায়। চালক রাস্তার ধারে ভ্যান দাঁড় করিয়ে চাকা বদলাচ্ছিলেন, সেই সময় বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি ট্যাঙ্কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিক-আপ ভ্যানে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জন শ্রমিকের, এছাড়াও ২৪জন আহত হয়েছেন। আহতদের তিরলা এবং ধার জেলার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অতিরিক্ত কালেক্টর শৈলেন্দ্র সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, আহত ২৪ জনের মধ্যে ৯ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

ফের ভূমিকম্প লাদাখে, লেহ-র অদূরে ৫.১ তীব্রতার কম্পন

লেহ, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। মঙ্গলবার সকালে ৫.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লাদাখের লেহ থেকে ১৭৪ কিলোমিটার পূর্বে। মঙ্গলবার সকাল ৫.১৩ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। এদিন সকালের ভূমিকম্পে লাদাখে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৫.১৩ মিনিট নাগাদ ৫.১ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে। লাদাখের লেহ থেকে ১৭৪ কিলোমিটার পূর্বে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।

বাইক ও স্কুটারে এসইউভি গাড়ির ধাক্কা, উত্তর প্রদেশে ৫ জনের মৃত্যু

দেওরিয়া (উত্তর প্রদেশ), ৬ অক্টোবর (হি.স.): প্রথমে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরবাইক ও স্কুটারে এসইউভি গাড়ির ধাক্কা, এরপর এসইউভি গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজে ধাক্কা মারে। সোমবার রাতে উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলায় ভয়াবহ এই গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন। সোমবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লার-সালেমপুর সড়কে। মৃতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে দু'জন দেওরিয়ার বাসিন্দা এবং ৩ জনের বাড়ি গোরক্ষপুরে।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার রাতে লার-সালেমপুর সড়কে একটি এসইউভি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরবাইক ও স্কুটারে ধাক্কা মারে। এরপর একটি ব্রিজে ধাক্কা মারে গাড়িটি। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। ঘাতক এসইউভি গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

করোনা-সংক্রমিত অভিনেতা হর্ষবর্ধন রাণে, রয়েছেন স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে

মুম্বই, ৬ অক্টোবর (হি.স.): এবার প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন অভিনেতা হর্ষবর্ধন রাণে। সোমবার রাতে "সনম তেরি কসম" ছবির অভিনেতা হর্ষবর্ধন রাণে নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, শরীরে উপসর্গ ছিল না, রুটিন কোভিড টেস্ট করিয়েছিলাম। সেই টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো ৩৬ বছর বয়সী অভিনেতা এখন স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন।

সোমবার রাতে টুইট করে অভিনেতা জানান, "শরীরে জ্বর ও পেটে ব্যথা অনুভব করছিলাম, তাই হাসপাতালে যাই। তাঁরা বলেছিলেন ভাইরাসজনিত জ্বর...কোনও উপসর্গ ছিল না। রুটিন কোভিড টেস্ট করিয়েছিলাম।" রাণে টুইটারে আরও লেখেন, "আমার আরোগ্য সেতু অ্যাপ জানাচ্ছে আমি কোভিড পজিটিভ! এখন থেকে ১০ দিনের জন্য আইসোলেশনে থাকছি।" "সনম তেরি কসম" ছবির অভিনেতা হর্ষবর্ধন রাণে এখন স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন।

ভারতে ৮ কোটি ছাড়াল করোনা-টেস্ট, চিকিৎসাধীন ১৪.১১ শতাংশ রোগী

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮,১০,৭১,৭৯৭-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০.৮৯ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ অক্টোবর (সোমবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৮৯,৪০৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৮,১০,৭১,৭৯৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মারণ করোনাকে পরাজিত করে ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্তের (৬৬,৮৫,০৮৩) ৮৪.৩৪ শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৯,১৯,০২৩ (১৪.১১ শতাংশ)। তবে, মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে, ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,০৩,৫৬৯-তে পৌঁছেছে।

পিএফআই-এর সঙ্গে সম্পর্ক, হাথরাস যাওয়ার পথে ধৃত ৪ জন সন্দেহভাজন

লখনউ, ৬ অক্টোবর (হি.স.): হাথরাসের ঘটনা নিয়ে এই মুহূর্তে ক্ষোভে ফুঁসছে সমগ্র দেশ। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে উত্তর প্রদেশে সরকারকে কালিমালিপ্ত করারও চেষ্টা চলছে, এমনই মত অনেকেরই। এমতাবস্থায় উত্তর প্রদেশের হাথরাস যাওয়ার পথে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই)-র সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন ৪ জনকে গ্রেফতার করল উত্তর প্রদেশ পুলিশ। সোমবার দিল্লি থেকে হাথরাস যাওয়ার পথে মথুরায় গ্রেফতার করা হয় ৪ জন সন্দেহভাজনকে। উত্তর প্রদেশের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইন-শৃঙ্খলা) প্রধানত কুমার জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে হাথরাস যাওয়ার পথে সোমবার মথুরায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৪ জনকে। পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ওই ৪ জনের।

ধৃত ৪ জনের নাম আতিক-উর-রেহমান, সিদ্দিকি, মাসুদ আহমেদ এবং আলম। উত্তর প্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে সন্দেহজনক কাগজপত্র উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শান্তি বিঘ্নিত করার জন্যই তারা হাথরাসে যাচ্ছিল।

কয়লা দুর্নীতি মামলা : দোষীসাব্যস্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দিলীপ রায়

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): কয়লা দুর্নীতি মামলায় দোষীসাব্যস্ত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দিলীপ রায়। মঙ্গলবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দিলীপ রায়কে কয়লা দুর্নীতি মামলায় দোষীসাব্যস্ত করেছেন দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের বিচারপতি ভরত পরাশর। অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্র এবং অন্যান্য অপরাধের দায়ে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (কয়লা) দিলীপ রায়, সেই সময়ে কয়লা মন্ত্রকের দু'জন আধিকারিক (প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিত্যানন্দ গৌতম), ক্যাস্ট্রোন টেকনোলজিস লিটিটেড-এর ডিরেক্টর মহেন্দ্র কুমার আগারওয়াল এবং ক্যাস্ট্রোন মাইনিং লিটিটেডকে দোষীসাব্যস্ত করেছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

১৯৯৯ সালে ঝাড়খণ্ড কয়লা ব্লকের বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে মঙ্গলবার প্রত্যেককে দোষীসাব্যস্ত করেছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আগামী ১৪ অক্টোবর সাজা ঘোষণা নিয়ে যাবতীয় যুক্তিতর্ক শুনবে আদালত। উল্লেখ্য, এই মামলাটি ১৯৯৯ সালে ক্যাস্ট্রোন টেকনোলজিস লিটিটেডকে ঝাড়খণ্ডের গিরিডির ব্রহ্মদিহা কয়লা ব্লক বরাদ্দের সঙ্গে সম্পর্কিত।

১৬ বেড়ে ওডিশায় মৃত্যু ৯৪০ জনের, করোনা-আক্রান্ত ২,৩৮,০০৩

ভুবনেশ্বর, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ওডিশায় করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ২,৬৭৩ জন। ফলে ওডিশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৩৮,০০৩। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৬ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৪০। সুস্থতার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে ওডিশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,০৬,৪০০ জন।

মঙ্গলবার সকালে ওডিশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ২,৬৭৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৩৮,০০৩। ওডিশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩০,৬১০ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২,০৬,৪০০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৬ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৯৪০-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশায় সুস্থ হয়েছেন ৪,০৯৮ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।